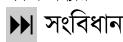
### পঞ্চম অধ্যায়





ড. কামাল হোসেন ১৯৩৭ সালের ২০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং মুক্তিয়োম্পা। ড. কামাল হোসেন বাংলাদেশের সংবিধানের প্রণেতা হিসেবেই অধিক পরিচিত। তিনি ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে আইনমন্দ্রী এবং ১৯৭৩ –১৯৭৫ সাল পর্যন্দত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্দ্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গণফোরাম নামের রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

# 😝 শিৰাৰ্থীরা যা জানবে

- সংবিধানের ধারণা ও গুরবত্ব
- সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি
- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
- বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস
- বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
- বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী

# 🥦 অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

সংবিধানের ধারণা : সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। সংবিধান অনুযায়ী রাস্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ৰমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্রপ্রদন্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে— এসব বিষয় সংবিধানে উলেরখ থাকে। অর্থাৎ যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, তাকে সংবিধান বলে।

সর্থবিধানের শ্রেণিবিভাগ: লিপিবদ্ধকরণ বা লেখার ভিত্তিতে সংবিধান লিখিত ও অলিখিত এ দুই ধরনের হতে পারে। সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান আবার সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এ দুই ধরনের হয়ে থাকে।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য: কোনো সংবিধানে এ বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে তাকে উত্তম সংবিধান বলা যাবে। যেমন— ১. উত্তম সংবিধানে অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে। ২. উত্তম সংবিধান সংৰিশত হয়। ৩. নাগরিকের মৌলিক অধিকার উত্তম সংবিধানে উলেরখ থাকে। ৪. উত্তম সংবিধান জনমতের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। ৫. উত্তম সংবিধান সুমম প্রকৃতির হয়। ৬. উত্তম সংবিধানের কোনো ধারার সংশোধন বা

পরিবর্তন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়। ৭. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উত্তম সংবিধানে উলেরখ থাকে।

বাংলাদেশের সংবিধান : বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান। গণপরিষদে বিভিন্ন সদস্যের পৰে–বিপৰে মতামত দানের পর পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান ৪ নভেম্বর ১৯৭২ থেকে কার্যকর হয়।

# 簲 বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

**9800990** 

# বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- রাম্ব্রবিজ্ঞানের জনক কে?

  ক) জন লক
- জ্যা জ্যাক রবশো
- এ্যারিস্টটল
- ন্ত টি.এইচ. গ্রিন

#### ২. বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন
- রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন
- সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন
- ত্ত্ব তথ্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ

#### ৩. সংবিধান প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়-

- i. জনগণকে শাশ্ত করার জন্য
- ii. জনগণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য
- iii. স্বেচ্ছাচারী শাসক থেকে রাষ্ট্রকে রৰা করতে

#### নিচের কোনটি সঠিক?

⊕ i ଓ ii ⊕ ii ଓ iii ⊕ i ଓ iii

g i, ii g iii

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' ব্যক্তি প্রতিবেশী 'খ' ব্যক্তির একটি জমি দখল করে নিলে 'খ' ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শরণাপন্ন হয়। উক্ত সংস্থা প্রচলিত আইনের মাধ্যমে 'খ' ব্যক্তির জমি তাকে বুঝিয়ে দেয়।  সংবিধানের কোন বৈশিক্ট্যের প্রয়োগের কারণে 'খ' তার সম্পত্তি ফেরত পায় ?

- মৌলিক অধিকার
- 🔞 জনমতের প্রতিফলন
- সংশোধন পদ্ধতি
- ত্ত সুষম প্রকৃতির
- সংবিধানে উক্ত বৈশিষ্ট্য উলেরখ থাকায় জনগণ
  - i. নিজেদের অধিকার ভোগের প্রতি সচেতন হয়
  - ii. কেউ অন্য কারো অধিকারে হস্তবেপ করতে পারে না
  - iii. তাদের চাহিদা ও আশা–আকাঞ্জ্ঞার প্রতিফলন দেখতে পায়
  - নিচের কোনটি সঠিক?
    - i ଓ ii
- 🕲 ii 😉 iii
- 1ii & i 🕞
- g i, ii s iii

# ■ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



# প্রশ্ন ১ ১১

লিখিত ও অলিখিত সংবিধান

'ক' নামক সামাজিক সংগঠনটি সামাজিক চিরাচরিত নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং নিয়মগুলো কোথাও লিপিবন্দ্ধ করা হয়নি। সংগঠনের মাঝে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তারা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আলাপ—আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করে। পৰান্তরে 'খ' নামক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিৰক স্কুল পরিচালনায় সুস্পইভাবে লিখিত নিয়মকানুন মেনে স্কুল পরিচালনা করেন। যেকোনো নীতিমালা তৈরি বা শিৰক নিয়োগের বেত্রে সঠিক সিক্ষান্ত গ্রহণ করতে সৰম হন। মাঝে মাঝে

লিখিত নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়।

- ক. ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন যে অধিকার সনদ প্রণয়ন করেছিলেন তার নাম কী?
- খ. সংবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. 'ক' সংগঠনটি পরিচালনার নিয়মাবলি কোন ধরনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আলোচনা কর।
- ঘ. 'ক' ও 'খ' প্রতিষ্ঠান দুটির পরিচালনার নিয়মাবলির মধ্যে তুমি কোনটিকে উত্তম বলে মনে কর তার স্বপ্রে যুক্তি প্রদর্শন কর।

# ১ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

- ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন যে অধিকার সনদ প্রণয়ন করেছিলেন তার নাম 'ম্যাগনাকার্টা'।
- খ সংবিধান হলো রাফ্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। সংবিধান অনুযায়ী রাফ্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের কোনটির কী বমতা হবে, জনগণ রাফ্র প্রদন্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে এসব বিষয় সংবিধানে উলেরখ থাকে। সংবিধান হচ্ছে রাফ্রের চালিকাশক্তি। তাই সংবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন।
- উদ্দীপকে উলিরখিত 'ক' নামক সামাজিক সংগঠনটি পরিচালনার নিয়মাবলি অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অলিখিত সংবিধানের নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবন্দ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে ওঠে। যেমন: ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। এ সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে 'ক' নামক সংগঠনটি পরিচালনার নিয়মাবলির মিল রয়েছে। উদ্দীপকে উলিরখিত 'ক' নামক সংগঠনটিও সামাজিক চিরায়ত নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং নিয়মগুলো কোথাও লিপিবন্দ্র করা হয়নি। সংগঠনের মাঝে কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তা নিম্পত্তি করা হয়। সুতরাং বলা যায়, 'ক' সংগঠনটি পরিচালনার নিয়মাবলি অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ঘ উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' এর জন্য প্রতিষ্ঠান দুটি ভিন্ন নিয়মাবলির <u>দ্বারা</u> পরিচালিত হয়। 'ক' প্রতিষ্ঠান অলিখিত সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পৰান্তরে, 'খ' প্রতিষ্ঠান লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আর এ প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে আমি 'খ' নামক প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার নিয়মাবলিকে উত্তম বলে মনে করি। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবন্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক, চিরাচরিত নিয়ম ও আচার– অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এ ধরনের সর্থবিধানে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ রয়েছে। পৰাশ্তরে, লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবন্ধ থাকে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে না। শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল থাকে এবং শাসক ও জনগণ এটি মেনে চলতে বাধ্য হয়। লিখিত সর্থবিধান সুস্পষ্ট। এ সর্থবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সংবিধানে শাসকের ৰমতা ও জনগণের অধিকার উলেরখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ৰমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। উদ্দীপকের 'খ' নামক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিৰক স্কুল পরিচালনায় সুস্পফ্টভাবে লিখিত নিয়মকানুন মেনে স্কুল পরিচালনা করেন। যেকোনো নীতিমালা তৈরি বা শিৰক নিয়োগের ৰেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সৰম হন। উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে পরিশেষে বলা যায় যে, 'ক' ও 'খ' প্রতিষ্ঠান দুটির পরিচালনার নিয়মাবলির মধ্যে 'খ' প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিয়মাবলিই উত্তম।

# প্রশ্ন ২ 🕪

দুষ্পরিবর্তনীয়

একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক বমতা এবং ধর্মীয় নিরপেবতার ভিত্তিতে 'ক' রাস্ট্রের সংবিধান রচনা করা হলো। এ রাস্ট্রের সংবিধানে রাস্ট্রের সকল কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত রাস্ট্রের আইনসভার একটি বিল পাসের ব্যাপারে আইনসভার মোট ২১০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জনের সম্মতি না থাকায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

- ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়?
- খ. অলিখিত সংবিধান বলতে কী বোঝায়?
- গ. সংশোধনের ভিত্তিতে 'ক' রাস্ট্রের সংবিধান কোন শ্রেণির? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'ক' রাস্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিস্ট্যের প্রতিফলন লৰ করা যায়– বিশেরষণ কর।

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

- ক বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
- য অলিখিত সংবিধান হচ্ছে সেই সংবিধান যার অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার—অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে ওঠে। যেমন : ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। অবশ্য কোনো সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত বা অলিখিত নয়।
- সংশোধনের ভিত্তিতে 'ক' রাস্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।
  দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কোনো নিয়ম সহজে পরিবর্তন করা যায় না।
  এবেত্রে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।
  সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না।
  এর জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভূটির।
  উদ্দীপকে 'ক' রাস্ট্রের সংবিধানের বেত্রে এ নীতিই পরিলবিত হচ্ছে।
  রাষ্ট্রটির সংবিধান একই ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক বমতা এবং ধর্মীয়
  নিরপেবতার ভিত্তিতে রচিত হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' রাস্ট্রের
  আইনসভার একটি বিল পাসের ব্যাপারে আইনসভার ২১০ জন সদস্যের
  মধ্যে ১৪০ জনের সমর্থন অর্থাৎ দুই–তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন না
  থাকায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়। তাই উপরিউক্ত আলোচনার প্রেবিতে বলা
  যায়, 'ক' রাস্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।
- ঘ 'ক' রাস্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লৰ করা যায়। বাংলাদেশের সংবিধানে যেমন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি রয়েছে ঠিক তেমনি 'ক' রাস্ট্রে ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ৰমতা, ধর্মীয় নিরপেৰতা রয়েছে যা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে প্রতীয়মান হয়। 'ক' রাস্ট্রের সব কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং আইনসভার সদস্য নির্ধারিত হয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, এটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এ বৈশিষ্ট্যটিও বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে মিলে যায়। বাংলাদেশে যেমন আইনসভা রয়েছে, ঠিক তেমনি 'ক' রাস্ট্রেও আইনসভা রয়েছে। 'ক' রাস্ট্রে যেহেতু আইনসভার সদস্য রয়েছে; তাই তাদের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য অবশ্যই সংসদরূ প প্রতিষ্ঠান থাকবে। অর্থাৎ এখানে সংসদীয় সরকারের উপস্থিতি রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও তা রয়েছে। 'ক' রাস্ট্রে জনগণের মৌলিক অধিকার রৰার বিষয়টি রাস্ট্রের সব কাজে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশের সংবিধানেও মৌলিক অধিকার রৰার বিষয়টি রয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায় যে, 'ক' রাস্ট্রের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ 'ক' রাস্ট্রের সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিস্ট্যের প্রতিফলন লৰ করা যায়।

# পরীক্ষা প্রস্তুতি



এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা সুক্ষসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰাধীদের পরীৰা প্রস্কুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

# 🕵 বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

**980000** 

# বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্লোত্তর

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ সংবিধান কখন কার্যকর হয়?

থ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২

📵 ১০ এপ্রিল, ১৯৭২ 📵 ৪ নভেম্বর, ১৯৭২

রবশো

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

"সংবিধান হলো এমন এক জীবন পদ্ধতি, যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে"– উক্তিটি কার? [স. বো. '১৬]

অ্যারিস্টটল

📵 টি. এইচ গ্রিন 📵 জ্যাঁ জ্যাক

বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কত ছিল? **o.** [স. বো. '১৬]

থ ২৪ জন ৩৪ জন থ ৪৪ জন

সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা 8. পুনঃপ্রবর্তন করা হয়? [স. বো. '১৫]

 একাদশ ত্রয়োদশ বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

ন্ত চতুর্দশ

ବା ଧ

[স. বো. '১৫] থ ১৫

চীনের সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে সবার আগে কী জানা প্রয়োজন ? সি. বো. '১৫)

⊕ দেশটির 'ইতিহাস'

দেশটির সংবিধান

পি দেশটির জনগণ

'ম্যাগনাকার্টা' কত সালে প্রণীত হয়?

[আল–আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর; মুনু টেক্সটাইল মিলস উচ্চ বিদ্যালয় গাজীপুর; খাগড়াছড়ি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

⊕ > 5>> 0

গ্র ১২২৫ > > > >

ত্ত ১২৩৫

ইংল্যান্ডকে 'ম্যাগনাকার্টা' নামে অধিকার সনদ দান করেন কে? [পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

দ্বিতীয় এলিজাবেথ

📵 ভিক্টোরিয়া

রাজা জন

ত্য টনি বেরয়ার

ম্যাগনাকার্টা কী?

[সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী মেহেরপুর]

📵 অর্থ বিল ᢀ পার্লামেন্ট অধিকার সনদ 
 রি চুক্তি

বাংলাদেশের সংবিধান কত সালে প্রণীত হয়? ١٥.

[পুলিশ লাইনস স্কুল এল্ড কলেজ, কুষ্টিয়া]

७ ১৯৭১

• ১৯१२

৩ ১৯৭৩ ত্ত ১৯৭৫

১১. কোন দেশের সর্থবিধান বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে?

[সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]

আমেরিকা বিটেন

📵 ভারত ᢀ বাংলাদেশ কোন ধরনের সংবিধান পরিবর্তিত সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে

📵 অলিখিত

[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] সুপরিবর্তনীয় ● লিখিত ত্ত প্রথানির্ভর

বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে কোনটি প্রাধান্য পাবে? [মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

⊕ দেশের প্রচলিত আইন

সংবিধান

প্রমীয় প্রথা ত্ব জনমত

# বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪. লিখিত সর্থবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো– [স. বো. '১৫] i. সুস্পফটতা ii. স্থিতিশীলতা

iii. প্রগতির সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

iii 🛭 iii • i ♥ ii

1ii & i 🔞

g i, ii g iii

#### বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে মিল রয়েছে– ١٥.

[লালমনিরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. ভারতের সংবিধানের

ii. যুক্তরাস্ট্রের সংবিধানের

iii. ইংল্যান্ডের সংবিধানের

নিচের কোনটি সঠিক?

o i ଓ ii 到 i ଓ iii gii g iii

gi, ii giii

বাংলাদেশের আইনসভা-

[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা

ii. দ্বিকৰবিশিষ্ট

iii. এক কৰবিশিষ্ট নিচের কোনটি সঠিক?

@i v i

• i ७ iii

gii giii

gi, ii giii

# অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

# নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নিহার ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে তার বন্ধু লিমনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। রাতে খাওয়ার পর নিহার ও লিমন তাদের নিজ নিজ দেশের সংবিধান নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনার এক পর্যায়ে সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি নিয়ে আলোচিত হয়। [সুনামগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

#### ১৭. নিহারের দেশে সংবিধান কীভাবে তৈরি হয়েছে?

কি বিপরবের দারা

ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে

⊕ আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে

ত্ত অনুমোদনের মাধ্যমে

লিমনের দেশের সংবিধান–

i. অলিখিত

iii. দুষ্পরিবর্তনীয় নিচের কোনটি সঠিক?

⊕ i ଓ ii 到 i ଓ iii • ii ♥ iii

ii. লিখিত

gi, ii giii

নিচের ছকটি লৰ করে ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



'X' চিহ্নিত স্থানে কোনটি হবে?

⊕ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান ত্ত প্রশাসনিক আইন সহজে পরিবর্তনশীল, বিপরবের সম্ভাবনা কম বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রযোজ্য যখন 'x'-

i. অলিখিত iii. সুপরিবর্তনীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

⊕ i ଓ ii ● i ଓ iii nii giii

ii. লিখিত

সংবিধান

gi, ii giii

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪১

# বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

# 🗢 ভূমিকা সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

# সংবিধানকে কী বলা হয়?

জনগণের বিষয়

ক্রাম্ট্রের সম্পত্তি কাল্পনিক কাহিনী

রাস্ট্রের দর্পণ

কোনটিকে রাস্ট্রের আয়নাস্বরূ প বলা হয়?

(জ্ঞান)

(জ্ঞান)

	● সংবিধানকে ﴿ আইনকে ﴿ প্র স্বাধীনতাকে │ বিচার বিভাগকে	৩৭.	নিচের কোন দেশের সংবিধান বিপরবের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে? জ্ঞান।  ● কিউবা   ② বাংলাদেশ   ③ ব্রিটেন   ③ ভারত
২৩.	রাস্ট্রের স্বরূ প, সরকারের ধরন ও নাগরিক অধিকারের প্রকৃতি জানতে হলে কী করতে হবে?	৩৮.	স্বৈরাচারী সরকারের বিরবদ্ধে বিপরব ঘটিয়ে কোন দেশে সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?
	<ul> <li>পাঠ্যবই পড়তে হবে</li> <li>সংবিধান পাঠ করতে হবে</li> </ul>		<ul> <li>চীন</li> <li>কুরায়্ট্র</li> </ul>
	<ul><li>     আইন জানতে হবে     অ সাহিত্যিক হতে হবে     </li></ul>		<ul><li>তারত</li><li>ত্র ইংল্যান্ড</li></ul>
২৪.	একটি দেশকে কীভাবে জানা যায় ? (অনুধাবন)	৩৯.	কোন দেশের সংবিধান তৈরি হয়নি বরং গড়ে উঠেছে? (অনুধাবন)
ν.	<ul> <li>ক্রানির মাধ্যমে</li></ul>	- Cup.	<ul> <li>ভামেরিকার</li> <li>তিশি</li> </ul>
	তি বিচারকার্য দারা     তি জনগণের মনোভাব দারা		ভারতীয়     ভারতীয়     ভারতীয়
২৫.	সোহাগ বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। এজন্য	80.	জনাব 'Y' সাহেবের দেশের সংবিধান একদিনে গড়ে ওঠেনি। বরং
Αα.	সোহাগকে কোনটি অধ্যয়ন করতে হবে? (প্রয়োগ)		সময়ের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। উক্ত সংবিধান রচিত
	<ul> <li>         প্রাইত্য</li></ul>		হয়েছে কীভাবে? প্রয়োগ
২৬.	রাম্র পরিচালনার মৌলিক দলিল কোনটি? (জ্ঞান)		ত্রার্থ নিতার     ত্রার্থন বিরুদ্ধি
٠٠.	ক্তি সামাজিক অনুশাসন		ত্রিপরবের মাধ্যমে     ত্রিপরবের মাধ্যমে     ত্রিপরবের মাধ্যমে     ত্রিপরবর্তনের ফলে
	ত্রামান্ত ম বরু নির্দান     ত্রামান্ত ম বরু নির্দান     ত্রামান্ত ম বরু নির্দান     ত্রামান্ত ম বরু নির্দান		
২৭.	ব্যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)		বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর
` ' '	সংবিধান	85.	<b>যে ধরনের পদ্ধতিতে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়</b>
২৮.	রায়্রের চালিকাশক্তি বলা হয় কোনটিকে? (জ্ঞান)		i. বিপরবের মাধ্যমে
Ψυ.	ক্সাত্মীর সাধানা বিধান বিধানকৈ ত্বি গণতশ্ত্রকৈ ত্ব		ii. ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে
	অবিশ্বতাকে <b>ত</b> গ্রেপ্থানকে জ্যু গণ্ড একে জ্যু মন্দ্রিপরিষদকে		iii. অনুমোদনের মাধ্যমে
২৯.	্সংবিধান হলো এমন একটি জীবন পদ্ধতি, যা রাফ্ট্র স্বয়ং বেছে		নিচের কোনটি সঠিক?
₹₩•	निरंत्रष्ट् । উक्षिप्ति कांत्र ?		③ i ଓ ii ③ i ଓ iii ⑤ ii ଓ iii ⑥ i, ii ଓ iii
	্জান) বি সক্রেটিসের থ পেরটোর      তারিস্টটলের থ রবশোর	8२.	বিপরবের মাধ্যমে সংবিধান প্রণীত হয়— (অনুধাবন)
	(a) 112410 (a)	,	i. চীনে ii. রাশিয়ায়
🕽 স	ংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি ⇒ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪১ At a		iii. বাংলাদেশে
•	সংবিধান প্রণয়নের পন্ধতি রয়েছে— চারটি। Glance		নিচের কোনটি সঠিক?
_	সংবিধান প্রণয়নের পঙ্গতি রয়েছে— চারটি।		• i · ii · · iii · · · iii · · · iii · · · iii
-		৪৩.	আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে গড়ে ওঠা সংবিধান যে সমস্ত দেশে
-	বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়— ১৯৭২ সালে।		বিদ্যমান তা হলো– (অনুধাবন)
-	বিপরবের মাধ্যমে সংবিধান প্রণীত হয়েছে— রাশিয়া, কিউবা ও চীনে।		i. রাশিয়া
•	বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে— সংবিধান।		ii. যুক্তরাষ্ট্র
-	ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সর্থবিধান প্রণীত হয়েছে— ব্রিটেনে। ইংল্যান্ডের রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' অধিকার সনদ দান করেন— ১২১৫ সালে।		iii. বাংলাদেশ
	रश्यारञ्ज याला लग भगगगायामा आवकाय यमप्र मान करवम		নিচের কোনটি সঠিক?
	সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর		®i %ii ®i i %iii ®iii ®ii, ii %iii
<b>ು</b> ಂ.	অতীতে প্রায় রাস্ট্রেই জনগণের মধ্যে ৰোভ ও অসন্তোষ দেখা দিত	88.	রাশিয়া, চীনুও কিউবার সংবিধান বিপরবের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে।
	কেন ? (জনুধাবন)		এসব দেশে বিপরবের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়নের কারণ হলো– (প্রয়োগ)
	স্বাহ্যাচারী শাসকের কারণে     ব্য রাজতাশিত্রক ব্যবস্থার কারণে		i. স্বৈরাচারী শাসকের জন্য
	প্রধানের প্রভাবের কারণে     র খাদ্যের অভাবের কারণে		ii. লোকাচার ও প্রথার প্রাধান্যের জন্য
<b>%</b> .	ব্রিটিশ সংবিধানে উলেরখযোগ্য স্থান দখল করে আছে কোনটি? (অনুধাবন)		iii. শাসকবর্গ জনকল্যাণমূলক কার্য হতে বিমুখ থাকার ফলে
٠	<ul> <li>а स्रोनिक प्रतिन</li></ul>		নিচের কোনটি সঠিক?
	<ul><li>ত্র গৌরবময় বিপরব</li><li>ত্র শাসন পদ্ধতি</li></ul>		③ i ♥ ii ● i ♥ iii ⑤ iii ⑤ iii ⑥ ii, ii ᠖ iii
৩২.	মার্কিন যুক্তরায়্ট্রের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে? (জ্ঞান)		অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর
• (.	আলাপ–আলোচনার ঘারা     অনুমোদন ঘারা		
	<ul> <li>ক্রমবিবর্তনের দারা</li> <li>ক্রমবিবর্তনের দারা</li> </ul>	ানচের	ছকটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
<b>99.</b>	আলাপ–আলোচনার দ্বারা গঠিত সংবিধানের উদাহরণ কোনটি? জ্ঞান		সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি
	<ul> <li>কীনের সংবিধান</li> <li>বিটেনের সংবিধান</li> </ul>		
	<ul> <li>রাশিয়ার সংবিধান</li> <li>বাংলাদেশের সংবিধান</li> </ul>	l —	
<b>७</b> 8.	শাসক যখন জনগণের স্বার্থবিরোধী ও কল্যাণকর নয় এমন কোনো কাজ	অনু	মোদনের মাধ্যমে   १   বিপদ্ধবর দারা   ক্রমবিবর্তনের সংবিধান
	করে তখন তাকে কোন ধরনের সরকার বলা হয়?	86.	(?) চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে? (প্রয়োগ)
	্ঞ গণতাশ্ত্রিক ﴿ যুক্তরাষ্ট্রীয় ● স্বৈরাচারী ﴿ ত্ব রাজতাশ্ত্রিক		আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে     অলুমোদনের মাধ্যমে
v¢.	সন্দেশবারু ও তার দেশের জনগণ স্বৈরাচারী শাসকের বিরবদ্ধে		তিপরবের মাধ্যমে     তি ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে
	আন্দোলন করে সংবিধান প্রণয়ন করেন। তাদের এ সংবিধান কীভাবে	৪৬.	উক্ত পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা সংবিধানটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে— (প্রয়োগ)
	প্রতিষ্ঠিত হয় ? (প্রয়োগ)	•••	i. বাংলাদেশের সংবিধানের
	● বিপরবের দ্বারা		ii. কিউবার সংবিধানের
	<ul> <li>বিবর্তনের দ্বারা</li> <li>তু অনুমোদনের দ্বারা</li> </ul>		iii. যুক্তরাস্ট্রের সংবিধানের
৩৬.	রাশিয়ার সংবিধান কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? (অনুধাবন)		াা. সুভ্রাতেম্বর শবসারের নিচের কোনটি সঠিক?
٠٠.	<ul> <li>ভালাপ–আলোচনার মাধ্যমে          <ul> <li>● বিপরবের মাধ্যমে</li> </ul> </li> </ul>		(a) i (b) iii (c) iii
	ত্রালান বালোলনার বান্যারে     ত্রালান বাল্যারের বান্যারে     ত্রালান বাল্যারের বান্যারের     ত্রালান বাল্যারের বান্যারের     ত্রালান বাল্যারের বান্যারের     ত্রালান বাল্যারের বান্যারের		
	G - 4-11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 11 10 10 1	1	

# ⇒ সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ : লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ⇒ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪৪২ ও ৪৩

At a Glance

(অনুধাবন)

🚯 লিখিত

- লখার ভিত্তিতে সংবিধান
   দুই ধরনের।
- লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয়— দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে।
- অলিখিত সংবিধান হলো
   প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক।
- সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান

  দুই ধরনের।
- কোনো নিয়ম সহজে পরিবর্তন করা যায় না—দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে।
- লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে— এটি জনগণের নিকট সুস্পন্ট ও বোধগম্য হয়।
- সমাজের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজেই পরিবর্তন করা যায়
   অলিখিত
   সংবিধান।
- বিপরবের সম্ভাবনা কম থাকে— অলিখিত সংবিধানে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রমাত্র				
সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর				
89.	সংবিধানকে কত ভাগে ভাগ করা হ	য়ে ?	(জ্ঞান)	
	<b>⊕</b> ७ • 8	<b>୩ ୯ ଏ</b> ଓ		
8b.	শেখার ভিত্তিতে সংবিধান কয় ধরত	নর ?	(জ্ঞান)	
	• ২	9   8   9		
৪৯.	লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয়	_	(জ্ঞান)	
	ক্ত খাতায় ক্ত তাম্রপাতে	<ul> <li>দলিলে                ি পুস্তবে         </li> </ul>	₹	
co.	বাংলাদেশে কোন ধরনের সংবিধান		(জ্ঞান)	
	● লিখিত	<ul><li>থ অলিখিত</li></ul>		
	<ul><li>চুক্তির ভিত্তিতে রচিত</li></ul>	ত্ত বিপরবের মাধ্যমে রচিত		
<b>ራ</b> ኔ.	পাকিস্তানের সর্থবিধান কোন ধরনে		ঘনুধাবন)	
	লিখিত     ৰ জালিখিত	<ul> <li>পুপরিবর্তনীয়</li></ul>		
৫২.	চিরাচরিত নিয়ম, প্রথা, আচার অ	নুষ্ঠান, রীতিনীতির ওপর ভির্	ত্ত করে	
	কোন সংবিধান গড়ে ওঠে?		(জ্ঞান)	
	⊕ লিখিত _ ● অলিখিত	<ul> <li>পুপরিবর্তনীয় ত্ব দুষ্পরি</li> </ul>		
৫৩.	কোন ধরনের সংবিধানের ফলে সরক			
	<ul> <li>লিখিত</li></ul>	<ul> <li>কু দুষ্পরিবর্তনীয়          <ul> <li>অলিখি</li> </ul> </li> </ul>	<u> </u>	
₢8.	অলিখিত সংবিধান কীভাবে গড়ে ও		যনুধাবন)	
	<ul> <li>ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে</li> </ul>	🕲 অনুমোদনের মাধ্যমে		
	<ul><li>বিপরবের দারা</li></ul>	ত্ত আলাপ–আলোচনার মাধ্য	মে	
œ.	কোন দেশের সংবিধান অলিখিত?		(জ্ঞান)	
	⊕ পাকিস্তান ● ব্রিটেন	<ul><li>তা আমেরিকা</li><li>তা ভারত</li></ul>		
<i>৫</i> ৬.	কোন ধরনের সংবিধানের অধিব	<b>গংশ অংশ অলিখিত আর অ</b>	ল্প অংশ	
	লিখিত থাকে?	- 45	(জ্ঞান)	
	● অলিখিত @ লিখিত	<ul><li></li></ul>	<b>তিনী</b> য়	
<b>69.</b>	সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান কর্		(জ্ঞান)	
	•২ ৩৩	<b>⊕</b> 8 <b>⊕</b> €		
<b>ሮ</b> ৮.	কোন স্থবিধানের নিয়ম সহজে পরি		? (জ্ঞান)	
	<ul><li>সুপরিবর্তনীয়</li></ul>	<ul><li>কুম্পরিবর্তনীয়</li></ul>		
	ন্ত লিখিত	ন্তু অলিখিত		
<i>ሮ</i> ኔ.	সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের অন্যতম		(জ্ঞান)	
		<ul> <li>সহজে পরিবর্তনশীল</li> </ul>		
	<ul> <li>কি সংশোধনে জটিলতার সৃষ্টি হয়</li> </ul>			
<b>60.</b>	কোন দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনী	য়?	(জ্ঞান)	
	<ul><li>শ্রীলংকার</li></ul>	<ul><li>ভারতের</li></ul>		
	<ul><li>ব্রিটেনের</li></ul>	ত্ত বাংলাদেশের		
৬১.	কোন ধরনের সংবিধানের নিয়ম পরিব		(অনুধাবন)	
	<ul><li>অলিখিত সংবিধানের</li></ul>	সুপুরিবর্তনীয় সংবিধানের		
	<ul> <li>দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের</li> </ul>	ত্ত্ব লিখিত সংবিধানের		
৬২.	যে সংবিধানকে পরিবর্তন ও সং		ং জটিল	
	পদ্ধতির প্রয়োজন হয় তাকে কোন		অনুধাবন)	
	<ul><li>সুপরিবর্তনীয়</li></ul>	<ul> <li>দুষ্পরিবর্তনীয়</li> </ul>		
	<b>ন্য অলিখিত</b>	ন্ম লিখিত		

৬৩. মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সংবিধান কোন ধরনের?

তি ও	নাগরিকতা 🕨 ১১০	
	কু সুপরিবর্তনীয়	দুষ্পরিবর্তনীয়
	ন্তি অলিখিত	ন্থ প্রথাগত
৬৪.	লিখিত সংবিধান কীরূ প হয়?	(জ্ঞান)
	⊕ অস্পষ্ট • সুস্পষ্ট	<ul> <li>ত্ত অনির্দিষ্ট ত্ত ভিত্তিহীন</li> </ul>
৬৫.	কোন সংবিধানের অধিকাংশ বিষয়	
		<ul> <li>নুষ্পরিবর্তনীয় ত্ব অলিখিত</li> </ul>
৬৬.	লিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন	
	এতে সংশোধন পদ্ধতি উলেরখ	
	এতে সংশোধন পদ্ধতি উলেরখ	
	পরিবর্তনের সাথে তাল মিলাতে	
	ত্ত যুক্তরাম্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ	
৬৭.		খনো প্রগতির অন্তরায় হিসেবে কাজ
	করে?	(অনুধাবন)
	লিখিত সংবিধান     স্কলিভিত্ৰ সংবিধান	<ul> <li>কুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান</li> </ul>
	অলিখিত সংবিধান     সেই সামান্ত স্থানীয় স্ব	ত্ত্ব সুপরিবর্তনীয় সংবিধান
৬৮.		কারব্যবস্থার উপযোগী। এর যথার্থ
	কারণ কী ?  • ৰমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়	(উচ্চতর দৰতা) প্রগতির সহায়ক
	বিশ্বতা বন্দন করে দেওরা হর     জরবরি প্রয়োজনে সহায়ক	খ্য এগাওর পহারক ন্তু স <b>হজে প</b> রিবর্তনীয়
11.6	লিখিত সংবিধানের গুণ কোনটি?	_
৬৯.	ক্রি নমনীয়তা	(জ্ঞান) • স্থিতিশীলতা
	পুপরিবর্তনীয়	ত্ব প্রগতির সহায়ক
٥.	যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল	=
90.	(অনুধাবন)	4141 (4141 41441(4121 (41414))
	⊕ অলিখিত ● লিখিত	<ul><li>নুস্পফ ত্ব উত্তম</li></ul>
۹۵.	কোন সংবিধানের সকল ধারা জনগণ	
	লিখিত     ভা অলিখিত	<ul> <li>পুপরিবর্তনীয়</li> <li>পুগতি সহায়ক</li> </ul>
٩২.	কোনটি যুক্তরাম্ব্রীয় সরকারব্যবস্থার	
	<ul><li>অলিখিত সংবিধান</li></ul>	সুপরিবর্তনীয় সংবিধান
	লিখিত সংবিধান	ত্ত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান
৭৩.	কোন সংবিধানের মাধ্যমে যুক্তর	াম্ব্রীয় সরকারব্যবস্থায় প্রাদেশিক ও
	কেন্দ্ৰীয় সরকারের মধ্যে ৰমতা বৰ্ণ	টিন করা হয় ? জোন)
	🚳 অলিখিত 🏻 🛮 লিখিত	<ul><li></li></ul>
98.	যুক্তরাম্খ্রীয় সরকারের সফলতার পূর্	<b>র্বশর্ত কোনটি ?</b> (জ্ঞান)
		<ul><li>গণতম্ত্র</li></ul>
	🕣 অলিখিত সংবিধান	
ዓ <b>ሮ</b> •		দেশে অনেকগুলো প্রদেশ বিদ্যমান।
	চন্দ্রনের দেশের জন্য কোন সংবিধ	
	<ul><li></li></ul>	<ul> <li>পুপরিবর্তনীয়</li> <li>পুষ্পরিবর্তনীয়</li> </ul>
৭৬.		তা ও অধিকার সম্বন্ধে স্বাধীন ধারণা
	দেয় কোন ধরনের সংবিধান ?	(অনুধাবন)
	⊕ অলিখিত ● লিখিত	<ul><li>নুস্পফ ত্ব উত্তম</li></ul>
99.	সমাজ সর্বদা কীসের দিকে ধাবিত	
	্ক্ত অতাত <b>ত</b> প্রগাত কোনটি প্রগতির জন্য সহায়ক?	ত্র অজানা
96.	<ul><li>অলিখিত সংবিধান</li></ul>	জ্ঞান)
	ত্রাণাবভ প্রব্বান     ত্রপরিবর্তনীয় সংবিধান	ত্র বিশ্বনান     ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় সর্থবিধান
৭৯.	অলিখিত সংবিধানকে প্রগতি সহায়	
100.	্রা ঘন ঘন পরিবর্তনশীল বলে	+ 4-11 < 3 C4-13 (9-1/4-1)
	<ul><li>অধিক পরিবর্তনশীল বলে</li></ul>	
	<ul><li>বিপরবের সম্ভাবনা কম বলে</li></ul>	
	পরিবর্তনের সাথে তাল মিলাতে	সৰম বলে
bo.	অলিখিত সংবিধান ঘন ঘন পরিবর্ত	
•	<ul> <li>বিচার বিভাগ অকার্যকর হয়ে প্র</li> </ul>	
	জনগণের আশা–আকাঞ্চ্ফার প্রতি	=
	অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃ	
	ত্ব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনফ্ট হ	
৮১.		ং সামাজিক পরিবর্তনের সময় সহজে
	পরিবর্জন করা যায় এটি কোন মথ্য	

ত্ত দুষ্পরিবর্তনীয়

	00 0 6 6		00 00 00	_
৮২.	অলিখিত সুর্থবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাবন)	৯৫.	<b>লিপিবন্দ্রকরণের ভিন্তিতে সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ</b> — (অনুধাবন	ন)
	<ul> <li>কুরায়্ট্রীয় সরকারের উপযোগী</li> <li>জরবরি প্রয়োজনে সহায়ক</li> </ul>		i. সুপরিবর্তনীয় ii. লিখিত	
	<ul><li>ন্ সুস্পয়তা</li><li>ন্ দুষ্পরিবর্তনীয়</li></ul>		iii. অলিখিত	
৮৩.	ঘন ঘন পরিবর্তন কোন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হতে পারে? (জনুধাবন)		নিচের কোনটি সঠিক?	
			⊕ i ♥ ii ⊕ ii ♥ iii ⊕ ii ♥ iii ⊕ ii, ii ♥ iii	
₽8.	কোন ধরনের সংবিধানের ফলে সরকারব্যবস্থা অস্থিতিশীল হতে পারে? জ্ঞোন	৯৬.	সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান যে ধরনের হয়– জনুধাক	ন)
			i. সুপরিবর্তনীয় ii. অলিখিত	
<b>৮৫.</b>	অলিখিত সংবিধানে বিপরবের সম্ভাবনা কম থাকে কেন? (অনুধাবন)		iii. দুষ্পরিবর্তনীয়	
	⊕ জনগণের আশা–আকাঞ্চ্লা অনুযায়ী পরিবর্তন হয় না বলে		নিচের কোনটি সঠিক?	
	<ul> <li>জনগণের আশা–আকাঞ্ডফা অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে বলে</li> </ul>		⊚ i S ii  o i S iii  o ii S iii  o ii S iii	
	<ul><li>প্রতিধান সম্পর্কে অস্পয়্ট ধারণা থাকে বলে</li></ul>	৯৭.	বিশ্বের সকল রাস্ট্রের সংবিধানের বেত্রে প্রযোজ্য— (উচ্চতর দৰতা	(1
	ত্ত্ব অধিকাংশ বিষয় অলিখিত থাকে বলে		i. কিছু অংশ লিখিত	,
৮৬.	কোন সংবিধানে বিপরবের সম্ভাবনা কম থাকে?		ii. কিছু অংশ প্রস্তাবিত	
	<ul> <li>কুপরিবর্তনীয়</li></ul>		iii. কিছু অংশ অলিখিত	
৮৭.	আবদুল বাকের হোসাইন স্যারের মতে কিছু সুথবিধান আছে যেগুলো		নিচের কোনটি সঠিক?	
	অস্পফ ও যুক্তরাফ্রীয় সরকার ব্যবস্থায় উপযোগী নয়। এখানে তিনি			::
	কোন সংবিধানের ত্রবটি ব্যক্ত করেছেন ? প্রয়োগ	<u>.</u> .		
	⊕ লিখিত ● অলিখিত ⊕ উত্তম	<b>৯৮.</b>	া বিপরবের সম্ভাবনা থাকে	1)
bb.	রাফ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে অলিখিত সংবিধান সুস্পফ ধারণা দিতে পারে না			
	কেন ? (অনুধাবন)		ii. সহজে পরিবর্তন করা যায় না	
	<ul> <li>অধিকাংশ বিষয়় অলিখিত থাকায়</li></ul>		iii. সহজে পরিবর্তন করা যায়	
	<ul> <li>অধিকাংশ বিষয় প্রচলিত থাকায়</li> <li>অধিকাংশ বিষয় সংবিশত থাকায়</li> </ul>		নিচের কোনটি সঠিক?	
	বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর			
	<u> </u>	৯৯.	<b>লিখিত সংবিধান রয়েছে—</b> জনুধাবন	()
৮৯.	লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় ৰমতা বণ্টন		i. বাংলাদেশে ii. ভারতে	
	করা হয়- (অনুধাবন)		iii. মার্কিন যুক্তরায়ে	
	i. প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে		নিচের কোনটি সঠিক?	
	ii. আঞ্চলিক পর্যায়ের মধ্যে		⊕ i s ii ⊕ i s iii ⊕ i, ii s iii ⊕ i, ii s iii	
	iii. কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে	200.	<b>লিখিত সংবিধানের যে ধরনের বৈশিফ্ট্য রয়েছে</b> — জনুধাবন	1)
	নিচের কোনটি সঠিক?		i. প্রগতির অন্তরায়	
	ⓐ i ଓ ii ● i ଓ iii   ⑥ ii ଓ iii   ⑤ i, ii ଓ iii		ii. যুক্তরাম্ব্রীয় সরকারব্যবস্থার উপযোগী	
৯০.	<b>অলিখিত সংবিধান যেটির ভিন্তিতে গড়ে ওঠে–</b> (অনুধাবন)		iii. জরবরি প্রয়োজনে সহায়ক	
	i. আচার–অনুষ্ঠান ii. প্রথা ও রীতিনীতি		নিচের কোনটি সঠিক?	
	iii. চিরাচরিত নিয়ম			_
	নিচের কোনটি সঠিক?		অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	
	ⓐ i ଓ ii ⓐ ii ⓑ iii ● i, ii ও iii	নিচের	ছকটি লৰ করে ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :	
৯১.	<b>অলিখিত সংবিধানের অন্যতম বৈশিফ্ট্য হলো</b> — (অনুধাবন)		জরন্ধি অবস্থায় প্রগতির সহায়ক	
	i. সুস্পফটতা ii. বিপরবের সম্ভাবনা কম		উপযোগী	
	iii. জরবরি প্রয়োজনে সহায়ক			
	নিচের কোনটি সঠিক?		? )	
	③ i ♥ ii ② i ♥ iii ● ii ♥ iii ⑤ i, ii ♥ iii			
৯২.	মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। এটি সংশোধন করতে যা		বিপ <b>ন্ত</b> রে সম্ভাবনা কম	
	প্রয়োজন— (প্রয়োগ)	202.	'?' চিহ্নিত স্থানে কোন ধরনের সংবিধানের গুণাবলিকে ইঞ্চিাত কর	রা
	i. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ii. বি <b>শে</b> ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা		হয়েছে? (প্রয়ো	
	iii. সম্মেলন		⊕ লিখিত   ● অলিখিত   ⊕ সুপরিবর্তনীয়   ⊕ দুষ্পরিবর্তনীয়  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □	য়
	নিচের কোনটি সঠিক?	১০২.	<b>উক্ত সংবিধানের বেত্রে প্রযোজ্য</b> — (উচ্চতর দৰত	গ)
	③ i ଓ ii ④ i ଓ iii ● ii ଓ iii ⑤ i, ii ଓ iii		i. স <b>হজে</b> পরিবর্তন করা যায়	
৯৩.	সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের সুবিধা হলো– (উচ্চতর দৰতা)		ii. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার উপযোগী	
	i. সহজে পরিবর্তন করা যায় না		iii. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার অনুপযোগী	
	ii. পরিবর্তনে জটিলতার প্রয়োজন হয় না		নিচের কোনটি সঠিক?	
	iii. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এর যেকোনো অংশ সংশোধন করা যায়		⊕ i ଓ ii • iii • jii • jii • jii • jii • jii	
	নিচের কোনটি সঠিক?	🗢 উ	ভ্রম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ⇒ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪৪ At a	
	ⓐ i ଓ ii ⓐ ii ও iii ⓑ iii ⓑ iii ⓒ iii	•	যে রাস্ট্রের সংবিধান যত উন্নত, সে রাস্ট্রের শাসনব্যবস্থা Glance	
৯8.	সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ করা হয় যার ভিত্তিতে— (অনুধাবন)		পরিচালিত হয়— ততটা উত্তমভাবে।	
	i. লেখার ii. সংশোধনের	•	উত্তম সংবিধানের অধিকাংশ বিষয়— লিখিত থাকে।	
	iii. পরীৰণের		নাগরিকদের মৌলিক অধিকার উলেরখ থাকে— উত্তম সংবিধানে।	
	নিচের কোনটি সঠিক?		উত্তম সংবিধান প্রণীত হয়— জনমতের ভিত্তিতে।	

				,	\		
•	_	সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সৰম— উক্ত	1	i. সরল		ii. প্রাপ্তেল	
	সংবিধান।			iii. সহজ			
•	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উলেরখ থ			নিচের কোনটি			
	জনকল্যাণকামী সংবিধান— উত্তম সং	্যবধান।	_	⊕ i ଓ ii	⊚ i ଓ iii	(1) ii (3 iii	● i, ii ଓ iii
	সাধারণ বহুনির্ব	াচনি প্রশ্নোত্তর	229.		ন স্থান পায় না—		(অনুধাবন)
			-	i. প্রয়োজনীয়		ii. অপ্রয়োজনী	য় াবষয়
200.	বিশ্বের সকল রাস্ট্রের কোনটি আ			iii. অপ্রাসজ্ঞি			
	<del>-</del>	<i>ন্ত্ৰ সমাজত</i> শ্ত্ৰ ত্ব		নিচের কোনটি			<b>.</b>
	একনায়কতম্ত্র			⊕ i ଓ ii	⊚ i ଓ iii	● ii ७ iii	
208.		করে রাস্ট্রের শাসনব্যবস্থা উত্তমভাবে			ন প্রতিফলিত হয়-		(অনুধাবন)
	পরিচালিত হয় ?	(অনুধাবন	)		াশা–আকাঞ্জ্ফা	ii. সামাজিক ই	ગાાજનાાજ
	ক্তি জনমত প্রতিপ্রতিকার	<ul> <li>সংবিধান</li></ul>		iii. ঐতিহ্য			
30¢.	উত্তম সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য ৫			নিচের কোনটি		0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	⊕ লিখিত ও অনমনীয়	<ul> <li>প্রিলিখিত ও নমনীয়</li> </ul>	1	⊕ i ଓ ii	⊚ i ଓ iii	၅ ii ७ iii	
	● লিখিত ও সুস্পষ্ট	ন্তু লিখিত ও অস্পষ্ট			নর থাকা প্রয়োজন -		(অনুধাবন)
५०७.	উত্তম সৰ্থবিধান কেমন হয়?	(অনুধাবন	)	i. সুষম প্রকৃতি		ii. সংৰিশ্ততা	
	<b>⊕ অস্প</b> ফ — — —	ব্রুপরিবর্তনীয়		iii. জনকল্যাণ			
	<ul> <li>সংৰিপত</li> </ul>	ত্ত্ব যুক্তরাম্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার উপযোগ		নিচের কোনটি		<b>.</b>	
٥٥٩.	নাগ্রিকের মৌলিক অধিকার কো			⊕ i ଓ ii	⊚ i ଓ iii		● i, ii ଓ iii
	<ul> <li>উত্তম সংবিধানে</li> </ul>	<ul> <li>সংসদীয় গণতন্ত্রে</li> </ul>	>२२२.		ৰ <b>তাল মিলিয়ে</b> চল		(অনুধাবন)
	ন্ত্র মূলনীতিতে	ত্ত্ব মানবাধিকার কমিশনে			পরিবর্তনের সাথে	11. সামাাজক গ	ারিবর্তনের সাথে
<b>30b.</b>	উত্তম স্থবিধানের বেত্রে কোনটি				রবর্তনের সাথে		
	ক্রিটাভুটি	<ul> <li>জনমতের প্রতিফলন</li> </ul>		নিচের কোনটি			
	<ul><li>ব্যক্তিগত কল্যাণ</li></ul>	ত্ত অক্লাশ্ত পরিশ্রম		⊕ i ଓ ii	⊚ i ଓ iii	● ii ଓ iii	gi, ii giii
১०৯.		<b>ফলন ঘটে কীসের মাধ্যমে?</b> (অনুধাবন)	১২৩.	উত্তম সংবিধা	_	<b>^</b>	(অনুধাবন)
	<ul> <li>উত্তম সংবিধানের</li> </ul>	রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির		i. জনকল্যাণব		ii. অধিকাংশ বি	বষয় আলাখত
	<ul><li>প্রকার গঠনের</li></ul>	🗑 নেতৃত্বের বিচারের		iii. সুষম প্রকৃ			
220.	উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কোন			নিচের কোনটি			
				⊕ i ७ ii	● i ଓ iii	⊕ ii ଓ iii	gi, ii giii
222.	'উত্তম সংবিধান সুষম প্রকৃতির হ			অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর			
	এ সংবিধান সুসারবর্তনায় ও  অবস্থান করে	দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মাঝামাবি			ঢ় ১২৪ ও ১২৫ ন		
		ত সংবিধানের মাঝামাঝি অবস্থান করে					় : জনগণ ও শাসক মেনে
		ভ সহাববানের মাঝামাঝে অবস্থান করে নীয় সংবিধানের মাঝামাঝি অবস্থান করে			নেশে শ্রচাণত পর্বথ র ইচ্ছামতো এটি প		
		নার গর্যব্যানের মাঝামাঝে অবস্থান করে দীখিত সর্থবিধানের মাঝামাঝি অবস্থান করে					বরতে শারে বা। ধানিক আইনের ধরন
		গাবত সংবিধানের মাঝামাঝে অবস্থান বংর াফ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঞ্চো তাল মিলিরে		জনাব নূম মো কী হবে?	<1°41' 1110<048 61	(64 40140 41144	
۲۶۲.				কা <b>২</b> বে? ● লিখিত		⊚ প্রগতিশীল	(প্রয়োগ)
	চলতে সৰম হয়?	(অনুধাবন			খ্য আলাবত ার <b>ৰেত্রে সঠিক ব</b> র্		ত্ত্ব সুপরিবর্তনীয়
• • •	ক্তি আলাখত স্থ্য সুক্র্যারবতনা	য় ● উত্তম তি সুপরিবর্তনীয়				84) <b>২</b> (411–	(উচ্চতর দৰতা)
220.		ব কোনো ধারার সংশোধন হয় ? (অনুধাবন	)		ন্ভাবনা সৃষ্টি হয়		
	⊕ জনমতের ভিত্তিতে	<ul> <li>আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে</li> </ul>			লি সমাজের সাথে মুক্তুর		
	<ul><li>তি বিপরবের মাধ্যমে</li></ul>	● নিয়মতাশিত্রক			া সরকারের জন্য প্র	1(ଏ।ଜୀ)	
778.	রাফ্র পরিচালনার মূলনীতি কোনা			নিচের কোনটি		0	
		<ul> <li>উত্ত         মণবিধানে</li> </ul>	_	⊕ i ଓ ii	⊚ i ଓ iii		● i, ii ଓ iii
	<ul><li>প্রতিবাদের প্রস্তাবনায়</li></ul>	ত্ত্বি স্বাধীনতা সনদে			<b>5</b> ১২৬ ও ১২৭ ন		
<b>356.</b>	উত্তম সংবিধানের অন্যতম বৈশি						এটি খুব সুপরিবর্তনীয়
	গণত™   ব   ব   ব   ব   ব   ব   ব   ব   ব	<ul><li>প্রমীয় মূল্যবোধ</li></ul>		- 1			নামাজিক ও রাষ্ট্রীয়
	<u> </u>	● মৌলিক অধিকারের সংযোজন			ৰ মিলিয়ে চলতে স		
১১৬.	রাফ্ট্র পরিচালনার জন্য উলেরখফে	যাগ্য বিধিবিধানগু <i>লো</i> কোনটিতে উ <i>লের</i> ং	। । ५२७.		ন সংবিধানকে নি		(প্রয়োগ)
	থাকে?	(অনুধাবন	)	● উত্তম		ন্তু লিখিত	
	📵 সরকারি আইনে	🔞 অলিখিত সংবিধানে		<b>গ্র</b> অলিখিত	_	ত্ত্য সুপরিবর্তনী	য়
	<ul><li>প্রেরকারি আইনে</li></ul>	<ul> <li>উত্তম সংবিধানে</li> </ul>	১২৭.	উক্ত সংবিধান	•		(উচ্চতর দৰতা)
١١٩.	'যে আইনে মানুষের কল্যাণ নাই	তা উত্তম সংবিধান হতে পারে না।'-		i. জনকল্যাণে		ii. রাষ্ট্র পরিচা	লনায়
	উক্তিটি কার?	(জ্ঞান			া মৌলিক অধিকার	রৰায়	
	<ul> <li>পেরটোর</li></ul>	অ্যারিস্টটলের		নিচের কোনটি	সঠিক?		
			-	⊕i ७ ii	到 i ાii	g ii g iii	● i, ii ଓ iii
	বহুপদী সমাপ্তিসূচক ব	বর্মবাচান অন্নোত্তর	<b>^</b> -	া কিলান্ত্ৰ	ংবিধান 2	▲ तार्र करें असे	0.4
112	উত্তম সংবিধানের ভাষা হয়—	(অনুধাবন	<b>→</b> 4		<b>(বিধান</b> ইবিধান প্রণয়ন কমিটি	,	
220.	1 11110 101 - 111 701						

ড. কামাল হোসেন।

# $\overline{Ata}$ Glance

- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন— ড. কামাল হোসেন।
- বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়— ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর।
- ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর— বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর করা হয়।
- বাংলাদেশের সংবিধান— দুষ্পরিবর্তনীয়।
- রাস্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নিধারণ করা হয়েছে— বাংলাদেশের সংবিধানে।
- সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি— প্রজাতাশিত্রক রাস্ট্র।
- বাংলাদেশের সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হলো— আইনসভা।
- সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ১২৮. কত সালে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়নে কমিটি গঠন করা হয় ?ব্বেল্) ৪৯০ ८१४८ 🕞 ▶ > \$ 9 ≥ ১২৯. বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির জন্য কত সদস্যবিশিষ্ট প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয় ? ⊕ ৩০ ১৩০. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন কে? (জ্ঞান) ড. কামাল চৌধুরী • ড. কামাল হোসেন ক্যাপ্টেন মুনসুর ত্ত শেখ মুজিবুর রহমান ১৩১. সর্থবিধান খসড়া কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে কখন? ● ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল ֎ ১৯৭২ সালের ১৭ মে ত্ত ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই ১৯৭২ সালের ১৭ জুন ১৩২. বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান সর্বপ্রথম কোথায় উত্থাপিত হয়? ⊕ সুপ্রিম কোর্টে ⊕ সচিবালয় 🕣 হাইকোর্টে ১৩৩. গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পাঠ করা হয় কখন? ১৯ জুন – ৪ জুলাই ● ১৯ অক্টোবর – ৪ নভেম্বর 🗑 ১৯ নভেম্বর – ৪ ডিসেম্বর ১৩৪. বাংলাদেশের সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় কখন? ● ৪ নভেম্বর ১৯৭২ ৰ প মার্চ ১৯৭৩ প্রি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪ 🕲 ৪ নভেম্বর ১৯৭৫ ১৩৫. কখন থেকে বাংলাদেশে সংবিধান কার্যকর হয়? (জ্ঞান)
- ֎ ৭ মার্চ ১৯৭২ 📵 ২৬ মার্চ ১৯৭২
  - 📵 ৪ নভেম্বর ১৯৭২
- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
- ১৩৬. বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ কয়টি?
  - থ্য ১৫২
- ত্ত ১৫৬ **a** 8

(জ্ঞান)

(জ্ঞান)

(জ্ঞান)

(অনুধাবন)

- ১৩৭. বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি প্রস্তাবনা রয়েছে?
- থ ২ ১৩৮. বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি তফসিল রয়েছে?
- - থ ৩ ⊕ ২
- ত্ব ৫
- ১৩৯. বাংলাদেশের সংবিধান কোন প্রকৃতির? ক্ত অলিখিত অস্থিতিশীল পুপরিবর্তনীয় 

   লিখিত
- ১৪০. বাংলাদেশের সংবিধানের নিয়ম পরিবর্তন ও সংশোধন করতে কত
- শতাংশ ভোটের দরকার হয়?
  - ⊕ এক–তৃতীয়াংশ
- ֎ এক−চতুর্থাংশ
- দুই–তৃতীয়াংশ
- ত্ত দুই-চতুর্থাংশ
- ১৪১. বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়ার কারণ কী?
  - ⊕ এটি সংশোধন করা যায় না
  - থ এর সংশোধন ব্যয়বহুল
  - থার সংশোধন অন্যান্য আইনের ন্যায়
  - সংশোধনের জন্য দুই−তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি দরকার
- ১৪২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কোনটি?
  - জাতীয়তাবাদ ﴿ একনায়কতন্ত্ৰ ﴿ শাসনতন্ত্ৰ ত্ত্ব জাতীয় সংসদ
- ১৪৩. বাংলাদেশের সর্থবিধান কয়টি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত?
- প্ত 🕲 ⊕ ২ • 8
- ১৪৪. রাম্ট্র পরিচালনার বেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপৰ কীসের দারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়?
  - ক্র সংবিধানের ব্যাখ্যার
- সংবিধানের মূলনীতির
- প্রতির্বাদের পবিত্রতার
- ত্ত সংবিধানের ইতিহাসের

- ১৪৫. বাংলাদেশ রাস্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কোনটি?
  - প্রধানমশ্রীর বিবৃতি
- ⊛ রাষ্ট্রপতির বিবৃতি
- ত্ত পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ পবিত্র সংবিধান
- ১৪৬. আমাদের নাগরিক অধিকারগুলোর গুরবত্ব অত্যধিক কেন? ক্ত গণতান্ত্রিক দেশ হওয়ায় • সংবিধানে লিপিবন্ধ থাকায়
  - পি দেশ স্বাধীন হওয়ায়
- ত্ত সরকার দীর্ঘস্থায়ী থাকায়

(জ্ঞান)

(জ্ঞান)

(অনুধাবন)

(জ্ঞান)

(অনুধাবন)

- বাংলাদেশের সংবিধানে কত বছর বয়সের সকল নাগরিকের ভোটাধিকারের কথা বলা আছে?
  - **⊕ ১৫** 9 29 3b ত্ব ২০
- ১৪৮. সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ কোন ধরনের রাষ্ট্র? (জ্ঞান)
- প্রজাতান্ত্রিক রাস্ট্রের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
- কি সকল ৰমতার মালিক রাষ্ট্রপতি
  - সকল ৰমতার মালিক জনগণ
  - প্ৰসকল ৰমতার মালিক প্ৰধানমশ্বী
  - 🕲 সকল ৰমতার মালিক সেনাপতি
- ১৫০. বাংলাদেশের সংবিধানে কোন সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে? জ্ঞান)
  - সংসদীয় সরকার
- ি স্বৈরতান্ত্রিক সরকার
- পুক্তরাম্ট্রীয় সরকার
- 🔞 পুঁজিবাদী সরকার
- ১৫১. বাংলাদেশের সংবিধানে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? (অনুধাবন)
  - মন্ত্রিপরিষদ শাসিত
- কেরাচারী
- প্রত্যক্রিক
- 🕲 একনায়কতান্দিত্রক
- ১৫২. মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য কার নিকট দায়ী থাকে?
  - আইনসভা
- ব্যামট্রপতি
- প্রধান বিচারপতি
- ত্ত বিচার বিভাগ
- ১৫৩. বাংলাদেশ কোন ধরনের রাফ্ট্র?
- মুক্তরাম্ট্রীয় পদ্ধতির
- এককেন্দ্রিক একনায়কতান্ত্রিক
- ন্থ সমাজতান্ত্রিক
- ১৫৪. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকার কোন পর্যায়ে গঠিত?
  - (অনুধাবন) ন্থ বিভাগীয়
- 📵 আঞ্চলিক ইউনিয়ন ১৫৫. বাংলাদেশের আইনসভা কোন ধরনের?
  - বিকৰবিশিষ্ট
  - এক কৰবিশিষ্ট পাঁচ কৰবিশিষ্ট
- ত্ত একাধিক কৰবিশিষ্ট
- ১৫৬. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?
- জাতীয় সংসদ 
   ⊕ সুপ্রিমকোর্ট ক হাইকোট
- সচিবালয়
- ১৫৭. বর্তমানে জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা কত?
  - (জ্ঞান) থ্য ৩১০ জন ● ৩৫০ জন
- 📵 ৩০০ জন ১৫৮. বাংলাদেশের সংবিধান কী?
- **ন্তা ৩১৫ জন** 
  - ⊕ দুৰ্বল আইন
- সর্বোচ্চ আইন
- নমনীয় আইন
- ত্ত সুপরিবর্তনীয়
- ১৫৯. যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয় সেৰেত্রে কোনটি প্রযোজ্য হবে? (অনুধাবন)
  - ⊕ সম্পূৰ্ণ আইন বাতিল বলে বিবেচিত হবে
  - আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা বাতিল হবে
  - সংসদে আইন সংশোধনের প্রস্তাব আনা হবে
  - ত্ত্য সংসদে আইন বাতিলের প্রস্তাব আনা হবে

# বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশের সংবিধান– ১৬০.
- ii. সুপরিবর্তনীয়
- i. দুষ্পরিবর্তনীয় iii. লিখিত দলিল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ⊕ i ७ ii
- ூ ii ७ iii g i, ii g iii
- ১৬১. সাব্বির বাংলাদেশের সংবিধান ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছে, সে যে বিষয়টি সম্পর্কে জেনেছে
  - i. বাংলাদেশের প্রকৃতি
- ii. সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

iii. সংবিধানের সংশোধনীসমূহ অফ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে— রাফ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের নিচের কোনটি সঠিক? ৬টি বেঞ্চ স্থাপন করা হয়। সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়— সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ரு i ஒ ii (1) i v iii ● ii ଓ iii g i, ii g iii ১৬২. বাংলাদেশের বেত্রে প্রযোজ্য তথ্য-(অনুধাবন) ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়— নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক i. বাংলাদেশ প্রজাতান্ত্রিক ii. যুক্তরাম্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত সুপ্রীমকোর্টের বিচারক, পিএসসি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা iii. জাতীয় পর্যায়ে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকার বৃদ্ধি করা হয়— সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে। নিচের কোনটি সঠিক? পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়— তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। ரு i ஒ ii ● i ଓ iii ரு ii ஒ iii gi, ii giii জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরবণ করা হয়— সংবিধানের ১৬৩. বাংলাদেশে রাম্ট্র পরিচালনার মূলনীতি-পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। (অনুধাবন) i. গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ii. ধর্মনিরপেৰতা সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর iii. জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধিত হয়েছে কতবার? নিচের কোনটি সঠিক? (জ্ঞান) @ \o @ \8 ரு i ও ii (1) iii 😌 iii gii g iii ● i, ii ଓ iii ১৭১. বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কবে আনা হয়? ১৬৪. মেহেদি ইউসুফ বাংলাদেশের নাগরিক। তার দেশের সংবিধানটি- (প্রয়োগ) জানুয়ারি ১৯৭৩ জুলাই ১৯৭৩ i. ১১টি ভাগে বিভক্ত ii. ১৫৩টি অনুচ্ছেদ নিয়ে রচিত জুলাই ১৯৭৪ ত্ত ডিসেম্বর ১৯৭৫ iii. ৫টি তফসিল নিয়ে গঠিত ১৭২. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে কী বলা হয়? নিচের কোনটি সঠিক? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিধান করা gii giii gii g iii gi, ii giii রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা ১৬৫. বাংলাদেশের সংবিধানে যে ধরনের বিচার বিভাগের বিধান রয়েছে— বিরোধীদলকে সুবিধা প্রদান (অনুধাবন) ত্তা বিচার বিভাগ পৃথক করা i. স্বাধীন ii. নিরপেৰ ১৭৩. কত সালে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয়? iii. পরাধীন 📵 ১৯৭৫ (৭) ১৯৭৪ ≥ > 3≥ ≥ ≥ ≥ > > > > > > > > > > > > > > > > > > < </li>< </l>< </li>< </l>< </li>< </l>< </li>< </l>< </li>< </l>< </li>< </li>< </li>< </li>< </li>< </l>< </li>< </l>< </l> ছ ১৯৭২ নিচের কোনটি সঠিক ১৭৪. রাষ্ট্রপতির 'জরবরি অবস্থা' ঘোষণার বমতা কত সালে প্রবর্তন করা হয়?(জ্ঞান) • i ७ ii ⓓ i ા iii டு ii ப் g i, ii s iii 📵 ১৯৭২ ○ 2 8 9 0 প্র ১৯৭৪ ১৬৬. বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো– (উচ্চতর দৰতা) ১৭৫. সংবিধান অনুযায়ী দেশে জরবরি অবস্থা কে জারি করেন? i. সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান ii. যুক্তরাম্ব্রীয় সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী iii. মৌলিক অধিকারের উলেরখ আইনমন্ত্রী
 ন্ব জাতীয় সংসদ নিচের কোনটি সঠিক? ১৭৬. দেশে 'জরবরি অবস্থা' ঘোষণা করতে কার পরামর্শের প্রয়োজন হয়?(জ্ঞান) o i v i • i ७ iii gii giii gi, ii giii প্রধানমন্ত্রীর সংসদের ১৬৭. বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগ— (অনুধাবন) পামরিক উপদেষ্টার ত্ম বিচারপতিদের i. স্বাধীন ii. নিরপেৰ ১৭৭. বাংলাদেশ–ভারত সীমান্ত চুক্তি কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ ঘোষণা iii. ঐতিহ্যবাহী করা হয়? নিচের কোনটি সঠিক? 📵 দ্বিতীয় ন্ত্র চতুর্থ ত্তা পঞ্চম • i ७ ii (1) i (1) gii giii g i, ii g iii ১৭৮. ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তিতে বাংলাদেশের পৰে ছিলেন অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর 📵 খন্দকার মোশতাক আহমেদ তাজউদ্দিন আহমদ নিচের ছকটি লব করে ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
 ত্বি সৈয়দ নজরবল ইসলাম ১৬ ডিসেম্ব ১৯৭২ সালে কার্যকর হয় ১৭৯. ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ–ভারত সীমান্ত চুক্তিতে ভারতের পৰে স্বাবর করেন কে? ক্র রাজীব গান্ধী প্রেলেরা গান্ধী ৪টি তফসিল--১৫৩টি অনুচ্ছেদ মহাত্মা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী ১৮০. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী কবে গৃহীত হয়? ১১টি ভাগে বিভক্ত 📵 জানুয়ারি ১৯৭৪ ● জানুয়ারি ১৯৭৫ ১৬৮. ছকে (?) চিহ্নিত স্থানটি কোন দেশের সর্থবিধানকে ইঞ্জিত করছে? 📵 জুলাই ১৯৭৬ ন্ত জুলাই ১৯৭৭ থ) ভারত ১৮১. কোন সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয় ?(অনুধাবন) বাংলাদেশ প্রটেন থ্য চীন ১৬৯. উক্ত সংবিধানটির বেত্রে প্রযোজ্য-ক দ্বিতীয় 🗨 চতুর্থ i. একটি লিখিত দলিল ণ্ড ষষ্ঠ ত্ব অফ্টম ii. এটি রাস্ট্রের সর্বোচ্চ আইন ১৮২. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতীয় iii. এটি সুপরিবর্তনীয় দল গঠন করা হয়? নিচের কোনটি সঠিক? ক্ত প্রথম ছিতীয়
 • i ଓ ii (1) i (2) iii gii g iii gi, ii giii 🕣 তৃতীয় 🗨 চত্ৰ্থ বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ Ata বাংলাদেশ সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী হয় কত সালে? ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪৬ Glance 📵 এপ্রিল ১৯৭৪ 🕲 এপ্রিল ১৯৭৬

● এপ্রিল ১৯৭৯

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয়— ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে— রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন

করা হয়।

ত্তা এপ্রিল ১৯৮১

\$48.	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে সামরিক সরকার কর্তৃক ৫		. সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে পাস হয়। এ
	বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংবিধানের সংশোধনী আনা হয়েছে সেগুড়ে	াকে	সংশোধনী অনুসারে কী প্রবর্তন করা হয়? (অনুধাবন)
		জ্ঞান)	<ul> <li>রাস্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা</li> </ul>
	ভ চতুর্থ ● পধ্যম		<ul> <li>জাতীয় সংসদে নারীর আসন বৃদ্ধি</li> </ul>
<b>ኔ</b> ৮৫.		ন্ত্ৰান)	<ul> <li>নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা</li> </ul>
	● পঞ্চম		ত্ম উত্তরাধিকার আইন সংস্কার
১৮৬.	বাংলাদেশের নাগরিকতা 'বাঙালি' থেকে 'বাংলাদেশি' করা হয় ৫	কান   ২০৫	<b>তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল কেন?</b> (জনুধাবন)
		ন্ত্ৰান)	<ul> <li>অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য</li> </ul>
	⊕ প্রথম । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।		<ul> <li>গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপন করার জন্য</li> </ul>
১৮৭.		জ্ঞান)	<ul> <li>জনগণের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য</li> </ul>
	⊕ এপ্রিল, ১৯৭৯ ● জুলাই, ১৯৮১		ত্ত্ব পরিবারতশত্রকে রবখে দেবার জন্য
	<ul><li>নভেম্বর, ১৯৮৬</li><li>ত্ব জুন, ১৯৮৮</li></ul>	3014	. ২০০৪ সালের কোন মাসে সর্থবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল পাস হয়?
<b>১</b> ৮৮.	বিচারপতি সান্তারকে রাম্ট্রপতি পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা নিশ্চিত কর	হয়	<ul> <li>ভ মার্চ</li></ul>
	কততম সংশোধনীতে?	≅ান)   ২০৭	
	<ul> <li>ষষ্ঠ</li></ul>	10,	मध्यवर्षात कथा वना रुप्तः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
১৮৯.	বাংলাদেশ সংবিধানের সশ্তম সংশোধনী কত সালে করা হয়?	জ্ঞান)	(S)
		Solv	্রুর তুর্ব ক্রিয়ার প্রতিকৃতি সরকারি অফিসসহ নির্ধারিত
١٥٥٠	কোন সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাস	নের 🖯	প্রতিষ্ঠানে সংরবণ ও প্রদর্শনের বিধান করা হয় কোন সংশোধনীর
	কার্যাবলিকে বৈধতা দেওয়া হয়?	11বন)	মাধ্যমে ? (জনুধাবন)
	্ৰ ষষ্ঠ   ● সশ্তম   ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿		ত্রিব্যব্দা     ত্রিব্যব্দা     ত্রিব্যব্দা
١٤٥٤.	বাংলাদেশ সংবিধানের অফ্টম সংশোধনী কত সালে করা হয়?	জ্ঞান)	ত ব্যাণা
	⊕ ১৯৭৫ থ ১৯৭৯ • ১৯৮৮ থ ১৯৮৯	305	্র বিশানর প্রথপেশ সংশোধনী কত সালে করা হয়? (জ্ঞান)
১৯২.	সর্থবিধানের অফ্টম সংশোধনীর বিষয়বস্তু কী?	ন্ত্রান)	<ul><li></li></ul>
	রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা     রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা     রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা	330	্র ২০১০
	<ul> <li>কুর্যুপ্রাপরাধীদের বিচার করা</li> <li>কুরাফ্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন ব</li> </ul>	রা 🔰	কোনটি? (অনুধাবন)
১৯৩.	অফ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের কয়টি	বঞ্চ	ত্রু বিদ্যালয়     ত্রু বি
	স্থাপন করা হয়?	জ্ঞান)	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যকথা বাতিল      ত্র সংসদে মহিলা আসন সংরবণ
		311	. কোন সংশোধনী অনুযায়ী ১৯৭২–এর সংবিধানের চার মূলনীতিকে
١8هذ	বাংলাদেশ সংবিধানের নবম সংশোধনী কত সালে করা হয়?	জ্ঞান)	<b>कितिरा जाना रराहः</b> ? (छान)
	⊕		<ul><li>ভা দাশ</li><li>ভা ত্রাদেশ</li></ul>
<b>ኔ</b> ৯৫.	জনগণের সরাসরি ভোটে উপরাফ্রপতি নির্বাচনের বিধান করা হয় (	কান	তি চতুর্দশ
	সংশোধনীর মাধ্যমে ?	ন্ত্ৰন)   ২১২	. পঞ্চদশ সংশোধনীতে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কয়টি আসন
	<ul> <li>নবম</li></ul>	```	সংরবণের ব্যবস্থা করা হয় ? (জ্ঞান)
১৯৬.	রাম্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদের অধিক অধিষ্ঠিত	না	@ 8¢ •¢o n ¢¢ n ⊌o
	হতে পারার নিয়ম করা হয়। এটি বাংলাদেশের কোন সংশোধ	_	েষোড়শ সংশোধনি কবে সংসদে পাস হয় ? জ্ঞান)
	6	য়োগ)	্ঞ এপ্রিল, ২০১৩
	নবম		● সেপ্টেম্বর, ২০১৪
১৯৭.		জ্ঞান) ২১৪	. আঃ সান্তার তার ছোট ভাই সান্দামকে বলল, ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে
	⊕ ⟩  > > > > > > > > > > > > > > > > > >		একটি ৰমতা সংসদের হাতে পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। সে কোন ৰমতার
ነ৯৮.	জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরবিত ৩০টি আসনের সময় ভ	ারও	কথা বলেছিল— (জ্ঞান)
		গ্ৰন)	<ul> <li>মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরবণ</li> </ul>
	ন্তি সণ্তম থ অফীম থ নবম ● দশম		সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ
<b>کھھ</b> ۔		ন্ত্ৰান)	<ul> <li>তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন</li> </ul>
	<ul><li>ক নবম</li><li>ক দশম</li></ul>	,	ত্ত্ব বিধায়ক সরকারব্যবস্থার বিলুপ্তকরণ
	একাদশ	-	
<b>২</b> 00.	অস্থায়ী রাম্ট্রপতি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুন্দীন আহমদ ব	ত্ত্ক	বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্লোত্তর
,	প্রয়োগকৃত সকল কার্যক্রম বৈধ করা হয় কোন সংশোধনীর মাধ্যমে ? জেন		. চ <b>তুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যে সমস্ত গুরবত্বপূর্ণ বিষয় পাস হয় তা হলো</b> — (অনুধাকন)
	<ul><li>ৰ নবম</li><li>ৰ দশম</li></ul>	,	i. উপরাস্ট্রপতির পদ সৃষ্টি
	একাদশ		ii. সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে একটি মাত্র জাতীয় দল গঠন
301		জ্ঞান)	iii. রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন
<b>~03.</b>	ⓐ 794€ ● 7997 ⓑ 799ê ⓒ 5007	~l⁻1)	নিচের কোনটি সঠিক?
303		জ্ঞান)	• i ଓ ii
۲٥٧٠	জ দশম		. পঞ্চম সংশোধনীর বিষয়বস্তু হলো— (অনুধাবন)
			i. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা <b>হ</b> য়
	বাদেশ     ব্যাদেশ     ব্		ii. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন করা হয়
২০৩.		ঞ্জান)	iii. বাংলাদেশের নাগরিকতা 'বাঙালি' থেকে 'বাংলাদেশি' করা হয়
	@ \$\delta \delta \delt		নিচের কোনটি সঠিক?

#### • i ७ ii ાii છ i છ gii g iii gi, ii 🧐 iii অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ২১৭. অফ্টম সংশোধনীর বিষয়বস্তু হলো-(অনুধাবন) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২২–২২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : i. রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রবর্তন বাংলাদেশ সংবিধানের দুটি সংশোধনীর মধ্যে অনেক মিল লৰ করা যায়। উক্ত ii. সামরিক কাজের বৈধতা সংশোধনী দুটির প্রথমটিতে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিশাসিত iii. ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ৬টি বেঞ্চ স্থাপন সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। দিতীয়টিতে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার নিচের কোনটি সঠিক? পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। ⊕ i ଓ ii ● i ଓ iii iii v iii gi, ii giii ২২৩. অনুচ্ছেদের আলোচনায় কোন সংশোধনী দুটির উলেরখ রয়েছে? (প্রয়োগ) ২১৮. দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে-(অনুধাবন) চতুর্থ ও দাদশ কি চতুর্থ ও পঞ্চম i. উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয় 🕤 নবম ও দশম ত্ত্ব একাদশ ও ত্রয়োদশ ii. সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয় ২২৪. অনুচ্ছেদে আলোচিত দ্বিতীয় সংশোধনী অনুসারে বাংলাদেশের বর্তমান iii. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় সরকারব্যবস্থা প্রচ**লিত। বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থার নাম কী?** (উচ্চতর দৰতা) নিচের কোনটি সঠিক? রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার 🕲 যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার • i ७ ii iii 😵 i 🔞 1ii 🛚 iii gi, ii giii সংসদীয় সরকার ত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক সরকার ২১৯. বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে উলেরখ আছে– ২২৫. অনুচ্ছেদে আলোচিত পঞ্চম সংশোধনীটির আরও যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল– i. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারি অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরবণ ও প্রদর্শনের বিধান i. রাষ্ট্রপতির জরবরি অবস্থা ঘোষণার ৰমতা প্রদান ii.সুপ্রিমকোর্টের বিচারকের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি ii. উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি iii. পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি iii. একটি মাত্র জাতীয় দল সৃষ্টি নিচের কোনটি সঠিক? নিচের কোনটি সঠিক? ⊕ i ଓ ii ● i, ii ଓ iii જી i હ iii gii g iii ⊕ i ଓ ii 到 i ଓ iii • iii ♥ iii ২২০. সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিলের সংযুক্তি হলো— (অনুধাবন) নিচের ছকটি লৰ করে ২২৬ ও ২২৭ নং প্র**শ্লে**র উ**ত্ত**র দাও : i. জাতীয় সংসদে মহিলাদের ৪৫টি আসন সংরক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিলুপ্তি ii. সরকারি প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম-এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি iii. সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের বয়সসীমা বৃদ্ধি নিচের কোনটি সঠিক? অন্যান্য ধর্ম চর্চার অধিকার পুনঃপ্রবর্তন ரு i ஒ ii 1ii 🖲 iii ⓓ i ૭ iii ● i. ii ଓ iii ২২১. পঞ্চদশ সংশোধনীতে বলা হয়েছে– (অনুধাবন) সংরবি ত মহিলা আসন বৃদ্ধি i. রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার পাশাপাশি সকল ধর্মচর্চার স্বাধীনতা ২২৬. '?' চিহ্নিত স্থান বাংলাদেশের সংবিধানের কোন সংশোধনীর প্রতি ii. তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ ইঞ্জিত করে? iii. জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরৰণের ব্যবস্থা করা ⊕ ত্রয়োদশ 📵 চতুর্দশ নিচের কোনটি সঠিক? গ্ৰ দ্বাদশ পেঞ্চদশ Թiુii (a) i (s iii 1ii 🕏 iii • i, ii & iii ২২৭. উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে কার্যকর ২২২. জরবরি অবস্থা জারি করার বিধান সর্থবিধানে রয়েছে যে কারণে– (অনুধাবন) i. জাতীয়তাবাদ i. জনগণের মালামালের নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে ii. গণতম্ত্র ii. দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে iii. সমাজতম্ত্র ও ধর্মনিরপেৰতা iii. দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় নিচের কোনটি সঠিক? নিচের কোনটি সঠিক? ⊕ i ଓ ii iii 🕑 i 🚱 gii giii ⊕ i ଓ ii ⓓ i ા iii • ii ♥ iii g i, ii g iii

# সজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

**9800900** 

● i, ii ଓ iii

(উচ্চতর দৰতা)

(উচ্চতর দৰতা)

gi, ii giii

# 🛮 বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

# প্রশ্ন ১ ১১

সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি

সুমন একজন সি.এন.জি টেক্সি চালক। সে সমমনা বন্ধুদের নিয়ে একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করেছে। সমিতির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে সমিতির নিয়মকানুনগুলো। সমিতির নিয়মকানুনগুলো প্রণয়নের বেত্রে তারা দেশের বিদ্যমান আইনকানুনগুলো অনুসরণ করেছে। [স. বো. '১৬]

- ক. বাংলাদেশের আইনসভা কয় কৰবিশিষ্ট?
- খ. অলিখিত সংবিধান কাকে বলে?
- গ. সুমনদের সমিতির নিয়মকানুনগুলো কোন পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. "সুমনদের সমিতির নিয়মকানুন এবং তাদের দেশের নিয়ম-কানুন তৈরির পদ্ধতি অভিন্ন।" –তুমি কি

# উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও।

## ১ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

ক বাংলাদেশের আইনসভা এক কৰবিশিষ্ট।

খ অলিখিত সংবিধান হচ্ছে সেই সংবিধান যার অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবন্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার–অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে ওঠে। যেমন : ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। অবশ্য কোনো সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত বা অলিখিত নয়। কোনোটি বেশি লিখিত আবার কোনোটি কম লিখিত। তাই বলা যায়, যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় অলিখিত থাকে তাকে অলিখিত সংবিধান বলে।

গ উদ্দীপকে সুমনদের সমিতির নিয়মকানুনগুলো আলাপ আলোচনার পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায় সুমন একজন সি.এন.জি টেক্সি চালক। সে সমমনা বন্ধুদের নিয়ে একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি।শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী দলের প্রধান, সরকার প্রধান হিসেবে গঠন করেছে। সমিতির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে সমিতির নিয়মকানুনগুলো। এখানে সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি 'আলাপ–আলোচনা' লৰণীয়। সৰ্থবিধান প্ৰণয়নের লৰ্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংবিধান এভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, সুমনদের সমিতির নিয়মকানুনগুলো আলাপ–আলোচনার পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে, যেমনভাবে আমাদের দেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছে।

ঘ সুমনদের সমিতির নিয়মকানুন এবং তাদের দেশের নিয়মকানুন তৈরির পৰ্ম্বতি অভিনু। উক্তিটির সাথে আমি একমত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সর্থবিধান তৈরির জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এ খসড়া কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান তৈরি করে এবং তা গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। ১৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পাঠ করা হয়। গণপরিষদে বিভিন্ন সদস্যের পৰে–বিপৰে মতামত দানের পর অবশেষে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান ৪ নভেস্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়। তদ্রবপভাবে উদ্দীপকেও সুমন ও তার সমমনা বন্ধুদের গঠিত সমিতির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে সমিতির নিয়মকানুনগুলো। সুতরাং উদ্দীপকের সুমনদের সমিতির নিয়মকানুন এবং তাদের দেশের নিয়মকানুন আলাপ– আলোচনার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সমিতির নিয়মকানুন ও তাদের দেশের নিয়মকানুন তৈরির পদ্ধতি অভিনু।

# প্রশ্ন ২ 👀

সংবিধান– লিখিত ও ক্রমবিবর্তন 🌙

'ক' রাস্ট্রে যেসব মূলনীতি অনুসরণ করে রাস্ট্র পরিচালিত হয় তা কোনো সনদ বা দলিলে লিখিত নেই। বরং ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। দেশটিতে কোনো জটিল সমস্যা উপস্থিত হলে তা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সমাধান করা হয়। অন্যদিকে 'খ' রাস্ট্রের পরিচালনার নীতিমালা লিখিত আকারে সে দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত। এই লিখিত নীতিমালা অনুসরণ করে রাস্ট্রের যেকোনো সমস্যার সমাধান করা হয়।

[স. বো. '১৫]

8

- ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?
- খ. "প্রধানমন্ত্রী রাস্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি" ব্যাখ্যা
- 'ক' রাস্ট্রের সর্থবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- 'খ' রাস্ট্রের সংবিধান যুক্তরাস্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত-বিশেরষণ কর।

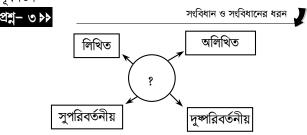
# ২ নং প্রশ্নের উত্তর 🕀

- ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।
- খ রাস্ট্রের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত হলে সে সরকারব্যবস্থার মধ্যমণি থাকে প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। প্রধানমশ্ত্রীকে কেন্দ্র করেই দেশ, জাতি ও সরকার পরিচালিত হয়। এ

বিবেচিত হন। তাই বলা যায়, "প্রধানমন্ত্রী রাস্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি"।

গ 'ক' রাস্ট্রের সংবিধান ক্রমবিবর্তন পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পৃথিবীর সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ নিজ নিজ সংবিধান প্রণয়ন করে। বিভিন্ন দেশের সংবিধান বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি হয়। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে সর্থবিধান গড়ে ওঠে। এৰেত্রে সর্থবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। সর্থবিধান প্রণয়নের এ পদ্ধতির সাথে উদ্দীপকের 'ক' রাস্ট্রের সর্থবিধান প্রণয়ন পদ্ধতির মিল পাওয়া যায়। উদ্দীপকে 'ক' রাস্ট্রে যেসব মূলনীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তা কোনো সনদ বা দলিলে লিখিত নেই। বরং ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। দেশটিতে কোনো জটিল সমস্যা উপস্থিত হলে তা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সমাধান করা হয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, 'ক' রাস্ট্রের সংবিধান ক্রমবিবর্তন পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে।

ঘ 'খ' রাস্ট্রের সর্থবিধান হলো লিখিত সর্থবিধান যা যুক্তরাস্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত। যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবন্ধ থাকে তাই লিখিত সংবিধান। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পফ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সর্থবিধান যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল থাকতে পারে। এর সকল ধারা জনগণ ও শাসক মেনে চলতে বাধ্য হয়। লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার জন্য উপযোগী। এ সর্থবিধানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ৰমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। সংবিধান লিখিত না হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় এরু পে ৰমতা বণ্টন সম্ভব হতো না। যেমন : ভারত ও মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের অঞ্চারাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে ৰমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে 'খ' রাস্ট্রের পরিচালনার নীতিমালা লিখিত আকারে সেদেশের আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত। এই লিখিত নীতিমালা অনুসরণ করে রাস্ট্রের যেকোনো সমস্যার সমাধান করা হয়। অর্থাৎ 'খ' রাস্ট্রের সংবিধান লিখিত হওয়ার কারণে সেদেশের শাসক ও জনগণ নিজেদের অধিকার ও ৰমতা সম্বন্ধে স্পফ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। এই রাস্ট্রের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, 'খ' রাস্ট্রের সর্থবিধান যুক্তরাস্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূৰ্বশৰ্ত।



[সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ গাংনী, মেহেরপুর]

- ক. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে 'জরবরি অবস্থা' ঘোষণার ৰমতা দেওয়া হয়?
- খ. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সম্পর্কে লেখ।
- ছকে ইঞ্জাতকৃত বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. অনুমোদনের মাধ্যমে উক্ত বিষয়টি প্রণীত হতে পারে–



মন্তব্যটি প্রমাণ কর।

# ৩ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

ক সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্দ্রীর পরামর্শক্রমে 'জরবরি অবস্থা' ঘোষণার ৰমতা দেওয়া হয়।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনয়ন করা হয় ২০১১ সালের জুলাই মাসে। এ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল— তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুশ্তকরণ। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যথা : জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেৰতা ও সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার পাশাপাশি সকল ধর্মচর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরবণের ব্যবস্থা করা।

গ্র ছকে ইঞ্জাতকৃত বিষয়টি হলো সংবিধান ও তার কয়েকটি ধরন। সংবিধান বলতে এমন কতকগুলো আইনকানুন বা নীতিমালার সমষ্টিকে বোঝায় যা দারা একটি রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। একটি দেশের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ৰমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্রপ্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে, রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের দায়িত্ব–কর্তব্য কী, জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে- এসব বিষয় সেদেশের সংবিধানে উলেরখ থাকে। এসব বিষয়ে সংবিধানের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তাই সর্থবিধানকে রাস্ট্রের চালিকাশক্তি বলা হয়। সর্থবিধান একটি রাস্ট্রের পরিচালনার মৌলিক দলিল। ছকে চার ধরনের সংবিধান সম্পর্কে ইজ্ঞািত দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো– লিখিত, অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে। অলিখিত সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের যেকোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন করা যায় না। সেৰেত্ৰে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

য অনুমোদনের মাধ্যমে উক্ত বিষয়টি তথা সংবিধান প্রণীত হতে পারে। সর্থবিধান একটি রাস্ট্রের পরিচালনার মৌলিক দলিল। রাস্ট্র পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। এসব নিয়মাবলির সমষ্টিকে সর্থবিধান বলে। ছকে চার ধরনের স্থবিধানের কথা বলা হয়েছে। যেমন : লিখিত, অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। সংবিধান প্রণীত হওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে, বিপরবের দারা, ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এবং অনুমোদনের মাধ্যমে সর্থবিধান প্রণীত হতে পারে। অনুমোদনের মাধ্যমে সর্থবিধান প্রণীত হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, অতীতে জনগণকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে প্রায় রাস্ট্রেই স্বেচ্ছাচারী শাসক নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাম্ট্র পরিচালনা করত। এতে জনগণের মধ্যে ৰোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। জনগণকে শাশ্ত করার জন্য এবং তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একপর্যায়ে শাসক সর্থবিধান প্রণয়ন করেন। যেমন : ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' নামে অধিকার সনদ দান করেন। এভাবে অনুমোদনের মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অনুমোদনের মাধ্যমে ছকে উলিরখিত বিষয়টি তথা সংবিধান প্রণীত হতে পারে।

উত্তম সংবিধান 🎵

সংবিধান

স্প্ৰ্য সংৰি পত জিনমতের প্ৰতিফলন সুষম প্ৰকৃতির

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

ক. তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা কোন সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়?

খ. অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য লেখ।

গ. ছকটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে উপস্থাপন কর।

ঘ. উপরিউক্ত সংবিধানটিই সকল রাস্ট্রের কাম্য। এ মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? বিশেরষণ কর।

# ৪ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

ক তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়।

আলিখিত সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রগতির সহায়ক। অর্থাৎ সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। যেহেতু এই সংবিধান সহজে পরিবর্তনীয় তাই জরবরি প্রয়োজন মিটাতে এটি সহায়ক ভূমিকা রাখে। এ সংবিধানে বিপরবের সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়া অলিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় অনুপ্রোগী।

ছকটির সংবিধান উত্তম সংবিধানের ইঞ্চাত বহন করছে বলে এর সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে। ছকে উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে সুস্পইতার উলেরখ আছে। কারণ উত্তম সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে তাই এটি সুস্পইট। তেমনি বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত বলে এটিও সুস্পইট। ছকে উত্তম সংবিধান সংবিশত ও সুষম প্রকৃতির বলা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তম সংবিধানে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঞ্জিক বিষয় স্থান পায় না এবং এটি খুব সুপরিবর্তনীয় কিংবা খুব বেশি দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। তেমনি বাংলাদেশের সংবিধানেও রাস্ট্রের উলেরখযোগ্য বিধিবিধান উলেরখ রয়েছে এবং এটি দুষ্পরিবর্তনীয়। উত্তম সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন দেখা যায়। অর্থাৎ এখানে জনগণের চাহিদা ও আশা—আকাঞ্চনার প্রতিফলন ঘটে। তেমনি বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার লিপিবন্দ্ধ থাকে এবং প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে রাস্ট্রের সকল বমতার মালিক জনগণ। তাই বলা যায়, ছকটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

উপরিউক্ত সংবিধানটিই সকল রাস্ট্রের কাম্য। এ মন্তব্যের সাথে আমি একমত। ছকটিতে সংবিধানের যে বৈশিষ্ট্য উলেরখ করা হয়েছে তা একটি উন্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য। এ সংবিধান একটি রাস্ট্রের জন্য যেমন কার্যকর, তেমনি নাগরিকের জন্যও কল্যাণকর। একটি উন্তম সংবিধান পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই কামনা করে। এ সংবিধানের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হয়। ফলে তা সবার কাছে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। এতে অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয় স্থান পায় না বলে তা সংবিশ্বত হয়। ফলে সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা সহজ হয়। নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে উন্তম সংবিধানে। জনগণ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে জনগণের বিপরবী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। এ সংবিধান দুম্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয়— এ দু অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থান করে। ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এ সংবিধানে সংশোধন প্রক্রিয়া উলেরখ থাকে। ফলে শাসক ইচ্ছামতো দেশের সংবিধান

14 R -14

পরিবর্তন করতে পারে না। এ সংবিধান জনকল্যাণকামী হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এখানে উলেরখ থাকে। এসব বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, উত্তম সংবিধান একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের পথ সুগম করে। ফলে এমন সংবিধান বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই কামনা করে।

# 🔳 মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

### প্রশ্ন ৫ ১১

সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতিসমূহ 🌙

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির প্রধান ছিলেন তৎকালীন আইনমন্দ্রী ড. কামাল হোসেন। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে। পরে গণপরিষদে সদস্যদের পরে–বিপরে মতামত প্রদানের পর পরিমার্জিত হয়ে তা গৃহীত ও কার্যকর হয়।

- ক. রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল কোনটি?
- খ. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে কোন পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সংবিধান প্রণয়নে উক্ত পন্ধতিই একমাত্র পন্ধতি।' তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

# ৫ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

রায়্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল হলো সংবিধান।

য যে রাস্ট্রে জাতীয় পর্যায়ে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দারা সমগ্র দেশ পরিচালিত হয় তাকে এককেন্দ্রিক রাস্ট্র বলে। এ রাস্ট্রে যুক্তরাস্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো কোনো অঞ্চারাজ্য বা প্রাদেশিক সরকার নেই। যেমন : বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এটি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দারা পরিচালিত হয়। এর কোনো প্রাদেশিক সরকার নেই।

গ উদ্দীপকে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কার্যকর সংবিধান খুবই জরবরি। এজন্য পৃথিবীর সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ নিজ নিজ সংবিধান প্রণয়ন করেছে। তবে সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন : অনুমোদন, আলাপ-আলোচনা, বিপরব, ক্রমবিবর্তন ইত্যাদি। সংবিধান প্রণয়নের লব্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাস্ট্রের সংবিধানের মতো বাংলাদেশের সংবিধানও আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি অনেক পরিশ্রম করে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে। পরে গণপরিষদে সদস্যদের পৰে–বিপৰে মতামত প্রদানের পর পরিমার্জিত হয়ে তা গৃহীত ও কার্যকর হয়। এখানে বাংলাদেশের সর্থবিধান প্রণয়নের পদ্ধতির সাথে আলাপ–আলোচনার মিল পাওয়া যায়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে উলিরখিত সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতিটিই একমাত্র পদ্ধতি
নয়। সংবিধান প্রণয়নের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। আলাপ—আলোচনার
মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করা যায়। এ পদ্ধতিতে সংবিধান প্রণয়নের
লব্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে আলাপ—আলোচনার মাধ্যমে
সংবিধান রচিত হয়। যেমন : ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাস্ট্রের সংবিধান।
আবার, অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করা যায়। অতীতে প্রায়
রাস্ট্রেই স্বৈরশাসকর্গণ জনগণকে অধিকারবঞ্চিত করে নিজের ইচ্ছেমতো
রাস্ট্র শাসন করত। এতে জনগণের মধ্যে বোভ দেখা দিলে তাদেরকে
শান্ত করার জন্য তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন

করা হয়। যেমন : ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' নামে অধিকার সনদ দান করেন। বিপরবের মাধ্যমেও সংবিধান প্রণয়ন করা যায়। শাসক যখন স্বৈরাচারের ভিত্তিতে দেশ শাসন করে, তখন বিপরবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসকের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন শাসকগোষ্ঠী শাসন ৰমতা গ্রহণ করে এবং নতুন সংবিধান তৈরি করে। কিউবা, রাশিয়া ও চীনের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। এছাড়াও ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন হয়। বিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান গড়ে উঠতে পারে। যেমন : ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার জন্য গঠিত কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে। পরে গণপরিষদে সদস্যদের পরে –বিপরে মতামত প্রদানের পর তা গৃহীত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের এ পদ্ধতি শুধু আলাপ—আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। তাই প্রশ্লোক্ত বক্তব্যটিকে আমি সমর্থন করি না।

# প্রশ্ন ৬ 🕪

লিখিত সংবিধান

8

'X' রাষ্ট্র তার সংবিধানকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। সংবিধানটি স্থিতিশীল ও সুস্পষ্ট। ফলে সকল জনগণ এটি সম্পর্কে পরিষকার ধারণা অর্জন করতে পারে। এই সংবিধান অনুযায়ী 'X' রাষ্ট্রের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ৰমতা বন্টন করা হয়েছে। এছাড়াও এ সংবিধানে শাসকের ৰমতা ও জনগণের অধিকার উলেরখ আছে।

?

- ক. সংবিধান কী?
- খ. অলিখিত সংবিধানের ধারণা দাও।
- গ. 'X' রাস্ট্রে কোন ধরনের সর্থবিধান বিদ্যমান রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত সংবিধানের ত্রবিটিসমূহ বিশেরষণ কর।

# ৬ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

ক রাস্ট্র পরিচালনার নিয়মাবলির সমস্টিকে সংবিধান বলা হয়।

য যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় অলিখিত থাকে, তাকে অলিখিতি সংবিধান বলে। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার–অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে ওঠে। যেমন : ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। কোনো সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত বা অলিখিত নয়।

শ্ব শের রাস্ট্রে লিখিত সংবিধান বিদ্যমান রয়েছে। যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় লিখিত আকারে থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। লিখিত সংবিধান সুস্পস্টা। সংবিধানের ধারাগুলো সুস্প্স্টভাবে এক বা একাধিক দলিলে লেখা থাকে বলে কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে না। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল। এর ধারাগুলো লিখিত থাকায় ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা যায় না। লিখিত সংবিধান যুক্তরাস্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য উপযোগী। যেখানে অনেক প্রদেশ বা অঞ্চল গড়ে ওঠে সেখানে এই সংবিধান উপযোগী। উদ্দীপকে উলিরখিত 'ম' রাস্ট্রের সংবিধানটি স্থিতিশীল ও সুস্প্র্টা। ফলে সকল জনগণ এটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে পারে। এই সংবিধান অনুযায়ী রাস্ট্রের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ৰমতা বন্টন করা হয়েছে। এছাড়াও এ সংবিধানের শাসক ও জনগণের ৰমতা উলেরখ আছে। অর্থাৎ লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে 'ম' রাষ্ট্রের সংবিধানের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, 'ম' রাষ্ট্রে লিখিত সংবিধান বিদ্যমান রয়েছে।

ত্ব উক্ত সর্থবিধান অর্থাৎ লিখিত সর্থবিধানের কিছু ত্রুটি রয়েছে। লিখিত সর্থবিধান দুম্পরিবর্তনীয় বলে প্রগতির সাথে তাল মেলাতে পারে না। প্রয়োজনের সময় সর্থবিধান পরিবর্তন করা যায় না। তাই এ সর্থবিধান প্রগতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। লিখিত সর্থবিধানে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে। সমাজ পরিবর্তন চায় অথচ লিখিত সর্থবিধানে সে পরিবর্তনের সূযোগ কম। ফলে বিপ্লবের সূচনা হয়। লিখিত সর্থবিধান সম্পূর্ণ নয়। কারণ শাসনব্যবস্থায় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো লিপিবন্ধ করা সম্ভব নয়। শুধুই মূল ধারাগুলো লেখা হয়। এতে অনেক বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিচার বিভাগ লিখিত সর্থবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এ কারণে বিচার বিভাগ সরকারের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী। উদ্দীপকে উলিরখিত 'X' রাস্ট্রের সর্থবিধানটি লিখিত। এটি দুম্পরিবর্তনীয় বলে প্রগতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। জনগণ সংশোধন চায় বলে এ রাস্ট্রে বিপরবের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এ রাস্ট্রের সর্থবিধানে অনেক বিষয় উলেরখ না থাকায় এটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

# প্রশ্ন ৭ ১১

বাংলাদেশ সংবিধান ও অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

'A' এবং 'B' দুটি দেশ। 'A' দেশটির সংবিধান সুস্পই এবং স্থিতিশীল। এর সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া অনেক জটিল। পরিবর্তনের জন্য দুই–তৃতীয়াংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে 'B' দেশটির সংবিধান অস্পইট, জর⊲রি প্রয়োজনে সহায়ক এবং সহজেই পরিবর্তন করা যায়।

- ক. কোন দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়?
- খ. সুপরিবর্তনীয় সর্থবিধান বলতে কী বোঝ?
- গ. উদ্দীপকের কোন দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'B' দেশটির সংবিধানের সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে– তুমি কি মন্তব্যটি সমর্থন কর? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও।

# ৭ নং প্রশ্নের উত্তর 🐴

- ক ব্রিটেনের সর্থবিধান সুপরিবর্তনীয়।
- সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের যেকোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। এবেত্রে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করতে কোনো জটিলতার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আইনসভা এর যেকোনো অংশ সংশোধন করতে পারে। ব্রিটিশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধান।
- গ্রী উদ্দীপকে 'A' রাস্ট্রের সর্থবিধানের সাথে বাংলাদেশের সর্থবিধানের বৈশিন্ট্যের মিল রয়েছে। এখানে 'A' দেশটির সর্থবিধান সুস্পস্ট এবং স্থিতিশীল এবং সংশোধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। এর পরিবর্তনের জন্য সংসদের বা আইন পরিষদের দুই—তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে 'B' দেশটির সর্থবিধান জরবরি প্রয়োজনে সহায়ক এবং তা সহজে পরিবর্তনও করা যায়। বাংলাদেশের সর্থবিধান একটি গণতান্ত্রিক সর্থবিধান। এটি একটি লিখিত দলিল। এটি দুষ্পরিবর্তনীয়। এর পরিবর্তনের জন্য জাতীয় সংসদের দুই—তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। লিখিত সর্থবিধান বিধায় এতে জনগণের মৌলিক অধিকারের কথাও সুস্পর্যভাবে উলেরখ করা আছে। এসব বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় 'A' দেশটির সর্থবিধান বাংলাদেশের সর্থবিধানেরই প্রতিচ্ছবি।
- তদ্দীপকে 'B' দেশটির সংবিধানের সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে– আমি মন্তব্যটি সমর্থন করি। 'B' দেশটির সংবিধানে অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য পরিলবিত হয়। এটি যেকোনো প্রয়োজনে সহজেই সংশোধন করা যায়। এটি একটি সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের সুবিধা হলো এর পরিবর্তনশীলতা ও পরিবর্তিত

অবস্থায় খাপ খাওয়ার বমতা। B' দেশের সংবিধান প্রগতির সহায়ক। এ সংবিধান যেহেতু সহজে পরিবর্তন করা যায়, সেহেতু জনগণের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে সংশোধন করা সহজতর হয়। ফলে এখানে বিপরবের কোনো আশজ্ঞা থাকে না। তাছাড়া সুপরিবর্তনীয় সংবিধান দেশে জরবরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তা দ্রবততার সাথে সহজে মোকাবিলা করতে পারে। তবে এর কিছু অসুবিধাও বিদ্যমান। যেমন : এ সংবিধান সহজে পরিবর্তনযোগ্য তাই এর ফলে সরকারব্যবস্থা অস্থিতিশীল হতে পারে। অধিক পরিবর্তনশীলতা দেশটির অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। অলিখিত থাকায় এ সংবিধানের কোনো সুনির্দিস্টতা ও সুস্পস্টতা পাওয়া যায় না। ফলে সমাজে সংবিধানের প্রকৃত মর্যাদা বিনফ্ট হয়। তাই বলা যায় B' দেশটির সংবিধানের সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

# প্রশ্ন ৮ 🕪

উত্তম সংবিধান

নোমান যেদেশে বাস করে সেদেশটি তিন বছর আগে স্বাধীন হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত দেশটিতে কার্যকরী ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় দেশের শান্তি—শৃঞ্জালা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি পুনর্গঠিত হওয়ার পরিবর্তে দিনে দিনে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাস্ট্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

- ক. জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরবণের ব্যবস্থা করা হয় কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?
- খ. বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় কেন?
- গ. নোমানের বসবাসরত দেশে চলমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কোন পদবেপ নেওয়া জরবরি? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. একটি সফল ও কার্যকরী রাস্ট্র গঠনে উক্ত বিষয়টির কোনো বিকল্প নেই– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও।

# ৮ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

- ক জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি আসন সংরৰণের ব্যবস্থা করা হয় পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।
- বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এতে সবকিছু লিখিত থাকে বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। এছাড়াও সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সম্মতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না। এ সংবিধানের কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জাতীয় সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আর তাই বাংলাদেশের সংবিধান দুম্পরিবর্তনীয়।
- নামানের বসবাসরত দেশে চলমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য একটি উত্তম সংবিধান প্রণয়ন করা জরবরি। আমরা প্রত্যেকেই কোনো—না—কোনো রাস্ট্রে বাস করি। এ রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। এসব নিয়মকানুনের সমস্টিকে সংবিধান বলে। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। কেননা একটি কার্যকর সংবিধান ব্যতীত কোনো সুষ্ঠু প্রশাসনব্যবস্থা গঠন করা অসম্ভব। সংবিধান ব্যতীত শান্তি—শৃঙ্খলা রবা করা, রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদন করা, দেশ গঠন ও দেশকে উনুয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যা নোমানের দেশের চলমান পরিস্থিতির সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, নোমানের বসবাসরত দেশে চলমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করে দেশকে পুনর্গঠিত ও উনুয়নের জন্য একটি উত্তম সংবিধান প্রণয়ন করা জরবরি।

য একটি সফল ও কার্যকারী রাষ্ট্র গঠনে উক্ত বিষয়টির অর্থাৎ সংবিধান প্রণয়নের কোনো বিকল্প নেই। আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত। সংবিধান হলো রাম্ট্র পরিচালনার নিয়মাবলির সমষ্টি। সংবিধানকে বলা হয় রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়নাস্বর প। সংবিধানে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সুস্পফ্টভাবে লিপিবন্ধ থাকে। সর্থবিধান হলো রাফ্র পরিচালনার মৌলিক मिल्ला । अथिवान अनुयासी तार्खे भामनवावस्था ७ मक्ल कार्याविल যথাযথভাবে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ৰমতা কী হবে, জনগণ রাম্ট্রপ্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে ইত্যাদি বিষয় সংবিধানে উলেরখ থাকে। আর এসব সার্থবিধানিক নিয়মনীতি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। তাই প্রত্যেক নাগরিকের সর্থবিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র সর্থবিধান অনুযায়ী পরিচালিত না হলে দেশে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। এছাড়াও সংবিধানের অভাবে রাস্ট্রের জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সর্বোপরি দেশের উনুয়ন ব্যাহত হয়। যা নোমানের দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিলবিত হয়। তাই এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, একটি সফল ও কার্যকরী রাষ্ট্র গঠনে সর্থবিধানের কোনো বিকল্প নেই।

# প্রশ্ন– ৯ 🕪

সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতিসমূহ 🏒

'M' দেশের জনগণ সে দেশের স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছিল। এ বছরের শুরবর দিকে তাদের আন্দোলন সফল হয়। নতুন শাসকগোষ্ঠী গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার লব্যে ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে।

- ক. বাংলাদেশের আইনসভা কত কৰবিশিষ্ট?
- খ. "ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
- 9
- গ. 'M' নামক দেশটিতে কোন পদ্ধতিতে সৰ্থবিধান প্ৰণয়ন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কি মনে কর, সংবিধান প্রণয়নের জন্য উক্ত পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি? মতের পৰে যুক্তি দাও।

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

- ক বাংলাদেশের আইনসভা এক কৰবিশিষ্টি।
- ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে। সংবিধান গড়ে ওঠার অন্যতম পদ্ধতি হলো ক্রমবিবর্তন। ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, ব্রিটিশ সংবিধান হচ্ছে অলিখিত সংবিধান। আর অলিখিত সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত হয় না; বরং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। আর এভাবেই ব্রিটিশ সংবিধান গড়ে উঠেছে।
- উদ্দীপকে 'M' নামক দেশটিতে 'বিপরবের ঘারা সংবিধান প্রণয়ন' পদ্ধতিতে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি দেশকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রই সংবিধান প্রণয়ন করেছে। সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটি হচ্ছে, বিপরবের ঘারা সংবিধান প্রণীত হয়। শাসক যখন জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ নিহিত নয় এমন কোনো কাজ করে অর্থাৎ শাসক যখন স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়, তখন বিপরবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসকের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন শাসকগোষ্ঠী শাসন বমতা গ্রহণ করে এবং নতুন সংবিধান তৈরি করে। বিপরবের ঘারা প্রণীত সংবিধানের এ পদ্ধতির সাথে স্থিতীপকে 'ম' নামক কেন্তান সংবিধান প্রথমন প্রশ্নের স্বিধান ব্যাহ্য ব্যাহ্য ব্যাহ্য

আমরা লব্য করি 'M' দেশের জনগণ সেদেশের স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘটিয়ে গণতদত্র প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে নতুন শাসকগোষ্ঠী একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, উদ্দীপকে 'M' নামক দেশটিতে বিপরবের দ্বারাই সংবিধান প্রণীত হয়েছে।

ঘ আমি মনে করি উদ্দীপকে উলিরখিত সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি নয়। উদ্দীপকে 'M' নামক দেশটিতে বিপরবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘটলে ৰমতার স্পষ্ট পরিবর্তন হয়। নতুন সরকার গণতন্ত্র ও জনগণের স্বার্থ রৰা করে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। এর প সর্থবিধান প্রণয়ন পদ্ধতিকে 'বিপরবের দারা সর্থবিধান প্রণয়ন' পদ্ধতি বলে। এছাড়াও সংবিধান প্রণয়নের জন্য আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে। অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করা যায়। জনগণকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অতীতে প্রায় রাস্ট্রেই স্বেচ্ছাচারী শাসক নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাস্ট্র পরিচালনা করত। এতে জনগণের মধ্যে ৰোভ ও অসন্তোষ দেখা দিলে তাদের শান্ত করার জন্য এবং অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য শাসক সংবিধান প্রণয়ন করেন। আবার আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করা যায়। বিশ্বের অনেক দেশে বিশেষ করে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো কমিটি গঠনের মাধ্যমে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ আলোচনা–পর্যালোচনার পর তা গণপরিষদে গৃহীত ও কার্যকর হয়। এছাড়াও ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সর্থবিধান প্রণীত হয়। পৃথিবীতে অনেক দেশের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। যেমন : ব্রিটেনের সর্থবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এবেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত হয় না। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উলিরখিত 'M' নামক দেশটিতে বিপরবের দারা প্রণীত পদ্ধতিটিই সংবিধান প্রণয়নের একমাত্র পঙ্গ্বতি নয়।

# প্রশ্ন ১০ 🕪

অলিখিত ও উত্তম সংবিধান

মুক্তা বিবাহ সূত্রে ব্রিটেন গমন করে। সে তার নতুন বন্ধু লয়েস লেইনের নিকট থেকে জানতে পারে তাদের সংবিধান প্রথা, রীতিনীতি ও আচার— অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মুক্তা লয়েসকে জানায়, তার দেশের সংবিধান ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর ভিত্তি করে রচিত। জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা সংবিধানে লিখিত আকারে রয়েছে।



- ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কী?
- খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
- গ**়** লয়েসের দেশের সংবিধান কোন প্রকৃতির? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'মুক্তার দেশের সংবিধান উত্তম সংবিধান'–তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও।

#### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

- ক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান।
- पूर्म्भतिवर्जनीয় সংবিধানের কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না, এবেত্রে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির। যেমন: বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সংবিধান দুম্পরিবর্তনীয়।
- শাসকে পরিণত হয়, তখন বিপরবের মাধ্যমে সৈরাচারী শাসকের গ্র লয়েসের দেশের সংবিধান অলিখিত সংবিধান। কোনো রাস্ট্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন শাসকগোষ্ঠী শাসন বমতা গ্রহণ করে এবং নতুন শাসন পরিচালনার মৌলিক নিয়মকানুনগুলোর অধিকাংশই যখন কোনো সংবিধান তৈরি করে। বিপরবের দ্বারা প্রণীত সংবিধানের এ পন্ধতির সাথে দলিলে লিখিত আকারে না থেকে বরং তা প্রথা, আচার–ব্যবহার ও উদ্দীপকে 'M' নামক দেশের সংবিধান প্রণয়ন পন্ধতির মিল রয়েছে। রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখন তাকে অলিখিত সংবিধান

বলে। ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে অলিখিত সংবিধান গড়ে ওঠে। অলিখিত সংবিধানের নিয়মকানুনগুলো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আইনসভা তা পরিবর্তন করতে পারে। যা লয়েসের দেশের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে লয়েসের দেশ ব্রিটেন। তাদের সংবিধান প্রথা, রীতিনীতি ও আচার–অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যা অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের ইঞ্জািত বহন করে। তাই বলা যায়, লয়েসের দেশের সংবিধান অলিখিত সংবিধান।

য মুক্তার দেশের সর্থবিধান উত্তম সর্থবিধান। উক্তিটির সাথে আমি একমত। কেননা উত্তম সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবন্ধ থাকে, সর্থবিধান জনমতের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। এর ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হয়। এ ধরনের সর্থবিধানে রাস্ট্রের সকল ৰমতার মালিক জনগণ। আর জনগণের স্বপৰে সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপৰ এ ৰমতা পরিচালনা করেন। প্রাপ্ত-বয়স্ক নাগরিকদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। মানবাধিকার সমুনুত রাখার অঞ্চিকার ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার উলেরখযোগ্য বিধিবিধান এ সর্থবিধানে উলেরখ থাকে। এটি সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মাঝামাঝি অবস্থান করে। তাছাড়া এ সংবিধান সুস্পষ্ট, সংৰিশ্ত, সুষম প্রকৃতির ও জনকল্যাণকামী। উদ্দীপকে মুক্তার দেশের সংবিধানের ৰেত্রেও আমরা দেখতে পাই, এ সংবিধান মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে রচিত। জনগণের মৌলিক অধিকারের কথাও এ সংবিধানে লিখিত আকারে রয়েছে। তাই একথা স্পফ্টভাবে বলা যায়, মুক্তার দেশের সর্থবিধান উত্তম সর্থবিধান।

# প্রশ্ন ১১ ১১

বাংলাদেশের সর্থবিধান

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, যা একই বছর ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর করা হয়। কখনো কোনো কারণে এ সংবিধানে সংশোধনী আনার প্রয়োজন হলে তা সংসদে বিল আকারে পেশ করতে হয়। এই বিল গৃহীত হওয়ার জন্য সংসদ সদস্যদের দুই–তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

- ক. জাতীয় সংসদ কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত?
- খ. বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কে লেখ।
- উদ্দীপকে কোন দেশের সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত দেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

# ১১ নং প্রশ্নের উত্তর 🕀

- ক জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।
- য বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আনয়ন করা হয় ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে। এ সংশোধনীর বিষয়বস্তু হলো : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে সামরিক সরকার কর্তৃক যেসব বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংবিধানের সংশোধনী আনা হয়েছে, সেগুলো পঞ্চম সংশোধনী আইনে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন করা হয় এবং বাংলাদেশের নাগরিকতা 'বাঙালি' থেকে 'বাংলাদেশি' করা হয়।
- <u>গ</u> উদ্দীপকে বাংলাদেশের সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির জন্য ১৯৭২ সালে ৩৪ সদস্যবিশিফ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এ খসড়া কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান তৈরি করে এবং তা গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। ১৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পাঠ করা হয়। গণপরিষদে বিভিন্ন সদস্যের পৰে–বিপৰে মতামত দানের পর অবশেষে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় 🔯 লেখার ভিত্তিতে সংবিধানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়। উদ্দীপকে উলিরখিত দেশটির সর্থবিধান প্রণয়নের ইতিহাস থেকে বাংলাদেশের সর্থবিধান প্রণয়ন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। উদ্দীপকে আরও বলা হয়েছে কখনো এ সংবিধানে সংশোধনী আনার প্রয়োজন হলে তা সংসদে বিল আকারে পেশ করার পর সংসদ সদস্যদের দুই–তৃতীয়াংশের সম্মতির মাধ্যমে গৃহীত হয়। যা বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীকে নির্দেশ করে।

য উক্ত দেশটি হলো বাংলাদেশ। এর সংবিধান গৃহীত হয় ৪ নভেস্বর ১৯৭২ সালে এবং তা কার্যকর করা হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে। দেশটির সর্থবিধানের কিছু উলেরখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এর ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এটি ১১টি ভাগে বিভক্ত। এর একটি প্রস্তাবনাসহ চারটি তফসিল রয়েছে। এর কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে জাতীয় সংসদের দুই– তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। তাই এটি দুষ্পরিবর্তনীয়। এ সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেৰতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– এতে মৌলিক অধিকারের কথা উলেরখ রয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব তা সর্থবিধানে উলেরখ থাকায় এগুলোর গুরবত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের সর্থবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঞ্চা, পেশা ইত্যাদি নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়সের এদেশের সব নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করেছে। সর্থবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সকল ৰমতার মালিক জনগণ। বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। সর্থবিধানে আরও বলা হয়েছে বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাফ্ট্র। জাতীয় পর্যায়ে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দারা সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। এখানে আইনসভা সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আইনসভা এক কৰবিশিষ্ট। এটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। বর্তমানে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান রাস্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সর্থবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেৰেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়, তাহলে ঐ আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হয়ে যাবে।

# অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

8

লিখিত ও অলিখিত সংবিধান

'ক' ও 'খ' দেশের সংবিধান একরকম নয়। 'ক' দেশের সংবিধান সুস্পফট, স্থিতিশীল এবং জনগণের মৌলিক অধিকার সেখানে সন্নিবেশিত। 'খ' দেশের সর্থবিধান অস্পষ্ট, সহজে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু দুটি দেশের সংবিধানই জনকল্যাণকামী।

- ক. লেখার ভিত্তিতে সংবিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
- খ. বাংলাদেশ সংবিধানের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- উদ্দীপকের দুটি দেশের সর্থবিধানের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধর।
- ঘ. উভয় দেশের সংবিধানের মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম বলে মনে কর? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও।

#### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর 🕀



- বাংলাদেশের সংবিধানের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো : মৌলিক অধিকারে সিন্নবেশ ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব তা সংবিধানে উলেরখ রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সকল বমতার মালিক জনগণ। জনগণের পবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বমতা পরিচালনা করবেন।
- গ্র লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উদ্দীপকে উলিরখিত 'ক' দেশে লিখিত এবং 'খ' দেশে অলিখিত সংবিধান বিদ্যমান। নিচে লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য দেওয়া হলো:

বিষয়	লিখিত সংবিধান	অলিখিত সর্থবিধান
১. সংরক্ষণ	লিখিত সংবিধানের	অলিখিত সংবিধানের
	অধিকাংশ ধারা	অধিকাংশ ধারা
	লিখিত থাকে।	অলিখিত থাকে।
২. স্থায়িত্ব	লিখিত সংবিধানের	অলিখিত সংবিধানের
·	স্থায়িত্ব অনেক বেশি	স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত
		ক্ম।
৩.	লিখিত সংবিধান	অলিখিত সংবিধান
পরিবর্তনশীলতা	সাধারণত	সুপরিবর্তনীয়।
	দুষ্পরিবর্তনীয়।	
৪. উপযোগিতা	লিখিত সংবিধান	অলিখিত সংবিধান
	যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের	যুক্তরাম্ট্রীয় সরকারের
	জন্য উপযোগী।	জন্য উপযোগী নয়।
৫. গঠন	লিখিত সংবিধান গঠন	অলিখিত সংবিধান
	করা হয় একটি	গঠিত হয় সমাজের
	বিশেষ কমিটি বা	ক্রমবিবর্তনের
	সংস্থার মাধ্যমে।	মাধ্যমে।

ঘ উভয় দেশের সংবিধানের মধ্যে 'ক' দেশের সংবিধানকে আমি উত্তম বলে মনে করি। 'ক' দেশের সংবিধান সুস্পফ, স্থিতিশীল এবং জনগণের মৌলিক অধিকার সেখানে সন্নিবেশিত থাকে। অন্যদিকে 'খ' দেশের সংবিধান অস্পষ্ট, সহজে পরিবর্তনশীল। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'ক' দেশে লিখিত সংবিধান এবং 'খ' দেশে অলিখিত সংবিধান বিদ্যমান। একটি রাস্ট্রের উত্তম সংবিধান লিখিত ও সুস্পষ্ট হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার এতে লিপিবন্ধ থাকে। এছাডাও লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সংবিধানে সাধারণত সংশোধন পদ্ধতি উলেরখ থাকে বিধায় খুব সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই লিখিত সর্থবিধান যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল থাকতে পারে। লিখিত সর্থবিধানের সকল ধারা জনগণ ও শাসক মেনে চলতে বাধ্য হয়। লিখিত সৰ্থবিধানে শাসকের ৰমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উলেরখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ৰমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, 'ক' দেশের সর্থবিধান 'খ' দেশের সংবিধানের চেয়ে উত্তম।

### প্রশ্ন ১৩ ১১

উত্তম সংবিধান

সংবিধানবিষয়ক একটি রাষ্ট্রীয় সেমিনারে জনাব 'ক' বলেন, সংবিধানের ভাষা হওয়া উচিত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। এতে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঞ্জিক বিষয় থাকবে না বরং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও জনগণের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা থাকবে। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, উলিরখিত বিষয়সমূহ বাংলাদেশের সংবিধানেও বিদ্যমান রয়েছে।

- ক. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য কত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় ?
- খ. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী সম্পর্কে লেখ।
- গ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর বক্তব্যে কোন ধরনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য পরিলবিত হয়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বাংলাদেশের সংবিধানের বেত্রে জনাব 'ক'–এর শেষোক্ত বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূ পণ কর।

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

- ক বাংলাদেশের সর্থবিধান প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।
- খ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনয়ন করা হয় ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে। এ সংশোধনীর বিষয়বস্তু হলো— সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন, উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি এবং সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে একটিমাত্র জাতীয় দল সৃষ্টি করা।
- উদ্দীপকে বক্তার বক্তব্যে উত্তম সর্থবিধানের বৈশিষ্ট্য পরিলবিত হয়।
  উত্তম সর্থবিধানের অধিকাংশ বিষয়ই সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়
  লিপিবন্দ্ধ থাকে। ফলে সকলের নিকটই এ সর্থবিধান স্থাস্ট ও বোধগম্য
  হয়। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসজিক বিষয় এখানে স্থান পায় না বরং
  রাস্ট্রের শুধু মূলনীতিগুলোই লেখা থাকে। ফলে এ সর্থবিধান সর্থবিপত হয়।
  জনমতের ভিত্তিতে প্রণীত বলে এর প সর্থবিধানে জনগণের অধিকার
  সম্পর্কে স্পষ্ট উলেরখ থাকে। একটি সর্থবিধান উত্তম বলে পরিগণিত
  হবে তখনই যখন তার মধ্যে জনমতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে।
  উদ্দীপকে জনাব 'ক'—এর বক্তব্য অনুযায়ী সর্থবিধানের ভাষা হওয়া উচিত
  সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। সেই সাথে অপ্রয়োজনীয় অংশের পরিবর্তে রাষ্ট্র
  পরিচালনার মূলনীতি এবং জনগণের অধিকারের কথা এতে উলেরখ
  থাকবে। যা উত্তম সর্থবিধানের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। তাই উপরিউক্ত
  আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর বক্তব্যে উত্তম
  সর্থবিধানের বৈশিষ্ট্য পরিলবিত হয়।
- য বাংলাদেশের সংবিধানের বেত্রে জনাব 'ক'–এর শেষোক্ত বক্তব্যটির যথার্থতা রয়েছে। শেষোক্ত বক্তব্যটি হলো বাংলাদেশের সংবিধানে উত্তম সংবিধানের বিষয়সমূহ বিদ্যমান। উদ্দীপকে জনাব 'ক' উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ভাষার সহজ, সরলতা, প্রাঞ্জলতা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, জনগণের অধিকার ইত্যাদি উলেরখ করেন। তার মতে এসব বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সংবিধানে বিদ্যমান। বাস্তবিকই বাংলাদেশের সংবিধান সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। ফলে এর সকল বিধানাবলি জনসাধারণের নিকট স্পষ্ট ও বোধগম্য। এতে সকল অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসজ্ঞািক বিষয়াবলি বাদ দিয়ে শুধু রাস্ট্রের মৌলিক নীতিমালাগুলো লিপিবৰ্দ্ধ করা হয়েছে। সাথে সাথে জনগণের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এতে যেমন একদিকে সংবিধান সংবিশ্ত হয়েছে অন্যদিকে, সংবিধানে জনমতের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে যা উত্তম সর্থবিধানের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া রাস্ট্রের মূলনীতিমালা লিপিবন্ধ থাকার ফলে সরকার বা জনগণ কেউ সংবিধান পরিপন্থী কাজ করতে পারে না যা একটি দেশের গণতন্ত্রকে অটুট রাখতে পূর্ণ সহায়ক। পরিশেষে বলা যায়, একটি উত্তম সংবিধানের ৰেত্রে যে বৈশিষ্ট্যাবলি উলেরখ রয়েছে এবং উদ্দীপকে জনাব 'ক' যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তার তুলনামূলক বিচার–বিশেরষণ করলে বাংলাদেশের সংবিধানের ৰেত্রে তার বক্তব্যটির যথার্থতা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণিত হয়।

# অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন ১৪ >> \_\_\_\_\_ লিখিত ও উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

৪ নভেম্বর, 'সংবিধান দিবস' উপলৰে এক গোলটেবিল আলোচনায়। খুব অল্প সময়ে এ সংবিধান প্রণীত। দেশটির সংবিধান কিছুটা লিখিত বক্তারা বলেন, 'বাহান্তরের সংবিধান পৃথিবীর সংবিধানের জগতে এক উন্নত ও আদর্শ মডেল। এ সর্থবিধানে রাস্ট্রের কার্যাবলি সুস্পফ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল। যা জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি উন্নত দেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।'

- ক. কোন সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়?
- বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে–
- উদ্দীপকে উলিরখিত সংবিধান কোন ধরনের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ? এ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত সংবিধানটি একটি উত্তম সংবিধান– তুমি কি এ বক্তব্যকে সমর্থন কর? উত্তরের পবে যুক্তি তুলে ধর।

# ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর 🕀

ক পঞ্চদশ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুগ্ত হয়।

খ সর্থবিধান হলো রাস্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব, তা সংবিধানে উলেরখ থাকায় এগুলোর গুরবত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন : জীবনধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি।



X-clusive **লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর।
- **ঘ** উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বিশেরষণ কর।

# প্রশ্ন ১৫ ১১

লিখিত ও উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য 🏒

জনাব 'ক' একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, আদর্শ, উদ্দেশ্য লিখে নিবন্ধকের কাছে জমা দেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আয়-ব্যয় এবং সকল কিছুই তিনি খুব সহজ ও সরল ভাষায় লিখে রাখেন। তিনি তার সহকর্মীদের বলেন, গঠনতন্ত্র সহজ ও সরল হলেই তা প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যায়।

- কত সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়?
- 'ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি বরং গড়ে উঠেছে' বুঝিয়ে লেখ।
- জনাব 'ক' এর কার্যকলাপে যেই ধরনের সর্থবিধানের ইঞ্জিত বিদ্যমান, তা আলোচনা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত 'প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।' উত্তরের পৰে যুক্তি দাও।

## ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর 🔁

- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়।
- খ সংবিধান গড়ে ওঠার অন্যতম পদ্ধতি হলো ক্রমবিবর্তন। ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়নি; বরং ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।



X-clusive **লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ লিখিত সংবিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বিশেরষণ কর।

বাংলাদেশের সংবিধানে বৈশিষ্ট্য 🏒

'ক' দেশের সংবিধান পড়াতে গিয়ে পৌরনীতির শিৰিকা হুসনেয়ারা বেগম বলেন, দেশটির সংবিধান তৈরি হয়েছে ১৯৭২ সালে। স্বাধীনতা পরবর্তী

এবং কিছুটা দুষ্পবির্তনীয়। সংবিধানটিতে পনেরোটি সংশোধনী ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। তবে এর কিছু সমস্যা বিদ্যমান।

- ক. তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয় কোন সংশোধনীর মাধ্যমে ?
- অলিখিত সংবিধান প্রগতির সহায়ক কেন? ১ খ.
  - উদ্দীপকে 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধর।
  - তুমি কি মনে কর উক্ত সর্থবিধানটি একটি উত্তম সর্থবিধান? যথার্থতা যাচাই কর।

# 🛮 ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

ক তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয় পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।

য সমাজ সর্বদা প্রগতির দিকে ধাবিত হয়। আর অলিখিত সংবিধান সমাজের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ এটি সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। সুতরাং অলিখিত সংবিধান প্রগতির সহায়ক।



X-clusive **লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ বাংলাদেশের সর্থবিধানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
- ত্ব কোন ধরনের সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলে? আলোচনা কর।

সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি ও গুরবত্ব 🎵

আলীপুর ইয়ং স্টার ক্লাবটি সুনামের সাথে এলাকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করে আসছে। তবে এর কোনো নিয়মনীতি না থাকায় অনেক অসুবিধা হচ্ছিল। যে কারণে নতুন সভাপতি সকলের অনুমোদন ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ক্লাবটির জন্য নিয়মনীতি তৈরি করলেন। এখন ক্লাবটি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

- ক. রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল কোনটি?
- অলিখিত সংবিধান বলতে কী বোঝায়?
- উদ্দীপকে ক্লাবটির জন্য যে নিয়মনীতি তৈরি হয়েছে তা একটি রাস্ট্রের জন্য কতটা প্রয়োজন ? ব্যাখ্যা কর।
- আলীপুর ইয়ং স্টার ক্লাবের নিয়মনীতি তৈরির সাথে রাস্ট্রের কোন কর্মকান্ডের মিল হয়েছে? বিশেরষণ কর।

# ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

- রাস্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল হলো সংবিধান।
- যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় অলিখিত থাকে তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। এ ধরনের সংবিধান প্রথা, সামাজিক রীতিনীতি, চিরাচরিত নিয়ম ও আচার–অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যেমন : ব্রিটিশ সর্থবিধান অলিখিত সর্থবিধান।



X-clusive **লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ সংবিধানের গুরবত্ব সম্পর্কে বর্ণনা কর।
- য সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি বিশেরষণ কর।

# 외치— 7 ₽ ▶ ▶

লিখিত ও অলিখিত সংবিধান ৗ

বশির সাহেব ও সেলিম সাহেব পরিবার পরিজন নিয়ে একই গ্রামে বাস করেন। বশির সাহেব পরিবারে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম লিখিত আকারে দিয়েছেন যা পরিবারের প্রত্যেক সদস্য মেনে চলে, ফলে তারা বিভিন্ন সময়ে সমস্যায় পড়লেও নিয়মগুলো সহজে পরিবর্তন করা যায় না। অপরপৰে সেলিম সাহেবের পরিবার পারিবারিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলে, ফলে তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নিয়মগুলো পরিবর্তনও করা যায়।

- ক. সংবিধানের সংজ্ঞা দাও।
- খ. উত্তম সংবিধান সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ।
- গ. বশির সাহেবের পরিবারের নিয়মনীতি আমাদের সংবিধানের কোন দিকগুলোকে নির্দেশ করছে–ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বশির সাহেব ও সেলিম সাহেবের পরিবারের নিয়মনীতির মধ্যে কোনটি আমাদের রাস্ট্রের জন্য বেশি উপযোগী? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও।

# ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

- ক যে সব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে।
- যে রাস্ট্রের সংবিধান যত উন্নত, সে রাস্ট্রের শাসনব্যবস্থা ততটা উত্তমভাবে পরিচালিত হয়। এ সংবিধানে অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে। এ সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার লিখিত থাকে। এ সংবিধানের কোনো ধারার সংশোধন বা পরিবর্তন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়। এতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উলেরখ থাকে।



X-clusive **লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- **গ** লিখিত সর্থবিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
- য লিখিত ও অলিখিত সংবিধান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর।

### প্রশ্ন ১৯ ১১

লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য 🏾

রায়হান সাহেব নিজ উদ্যোগে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাথে সাথে কিছু নিয়মকানুনও তৈরি করেন। ফলে মাঝে মধ্যে কোনো সমস্যায় পড়লেও নিয়মগুলো পরিবর্তন করতে পারেন না। আবার বাকিবিলরাহ সাহেবও নিজে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংঘের সদস্যরা সংঘের সাধারণ ঐতিহ্য ও নিয়মকানুন অনুসরণ করেন। সুতরাং প্রয়োজনে সহজেই নিয়মগুলো পরিবর্তন করতে পারেন।

- ক. সংবিধান বলতে কী বোঝ?
- খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কাকে বলে?
- গ. রায়হান সাহেবের সংঘের সাথে কোন সংবিধানের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. "উদ্দীপকে বাকিবিলরাহ সাহেবের সংঘের নিয়মনীতি সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের শ্রেণিবিন্যাসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

# ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর 🖰 🕏

- ক রাস্ট্র পরিচালনার নিয়মকানুনকে সংবিধান বলে।
- যে সংবিধানকে পরিবর্তন ও সংশোধন করতে বিশেষ এবং জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয়, তাকে দুষপরিবর্তনীয় সংবিধান বলে। এ সংবিধানকে সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় না। একে পরিবর্তন করতে হলে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির প্রয়োজন হয়। মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।



X-clusive **পিংক**: প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ লিখিত সর্থবিধানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
- ঘ অলিখিত সংবিধানের প্রকৃতি আলোচনা কর।

# ■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

# প্রশ্ন– ২০ 🕪

গণতাশ্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও লিখিত সর্থবিধান 📗

বিশাল এই পৃথিবী অনেকগুলো সার্বভৌম রাস্ট্রে বিভক্ত। তবে রাস্ট্র ব্যবস্থা সব রাস্ট্রের এক নয়। কোথাও জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আবার কোথাও একজনের ইচ্ছাতেই রাস্ট্র চলে। বাংলাদেশে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু নিয়মের সমষ্টি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ যে নিয়মাবলি অনুসরণ করে তা লিখিত এবং উত্তম হিসেবে বিবেচিত।

- ক. ইংল্যান্ডের রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' সনদ কত সালে ঘোষণা করেন?
- খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাকে বলে?
- গ. উদ্দীপকে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উলেরথ রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকের দেশটিতে লিখিত নিয়মের সমষ্টি উত্তম— যথার্থতা যাচাই কর।

# ২০ নং প্রশ্নের উত্তর 🤼

- ক ইংল্যান্ডের রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' সনদ ১২১৫ সালে ঘোষণা করেন।
- সমাজতানিত্রক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না। এ ধরনের রাষ্ট্রেউ উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকে।
- উদ্দীপকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উলেরখ রয়েছে। বমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র যে দুই ধরনের হয় তার একটিতে অধিকাংশের জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গুণ হচ্ছে— এটি ব্যক্তিস্বাধীনতার রবাকবচ, দায়িত্বশীল শাসন, সরকারের দবতা বৃদ্ধি, সাম্য ও সমঅধিকারের প্রতীক, নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি, যুক্তি ও সন্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, বিপরবের সম্ভাবনা কম ইত্যাদি আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রবটি হচ্ছে— গুণ বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার ওপর গুরবত্ব প্রদান, দলীয় শাসনব্যবস্থা, ব্যয়বহুল ইত্যাদি। উদ্দীপকে উলিরখিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অতএব, উদ্দীপকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই উলেরখ আছে।
- च উদ্দীপকে বাংলাদেশ যে নিয়মের সমষ্টি অনুসরণ করে, তা লিখিত এবং উত্তম। এখানে নিয়মের সমষ্টি বলতে সর্থবিধানকে বোঝানো

হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য লব করলেই উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করা যাবে। বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো— ১. লিখিত দলিল, ২. দুষ্পরিবর্তনীয়, ৩. মৌলিক অধিকার সংরবণ, ৪. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ, ৫. সর্বজনীন ভোটাধিকার, ৬. প্রজাতানিত্রক রাষ্ট্র, ৭. সংসদীয় সরকারব্যবস্থা, ৮. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ৯. আইনসভার কাজ স্পষ্ট, ১০. সর্বোচ্চ আইন হিসেবে বিবেচিত এবং ১১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম সংবিধান হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন বাংলাদেশের সংবিধানে তার সবগুলো বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। সূতরাং উদ্দীপকে উলিরখিত উক্তির সাথে একমত পোষণ করে বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম সংবিধান হিসেবে বিবেচিত।

# 🎱 নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**9RZZ99** 

# জানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন 🛮 ১ 🗓 কী অনুযায়ী রাস্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় ?

**উত্তর :** সংবিধান অনুযায়ী রাস্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সংবিধান কাকে বলে?

উত্তর : যেসব নিয়মকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কত সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' নামে অধিকার সনদ দান করেন?

উত্তর : ১২১৫ সালে রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' নামে অধিকার সনদ দান

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ লিখিত সংবিধান কাকে বলে?

উত্তর : যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে তাকে লিখিত

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বাংলাদেশের সংবিধান কত সালে প্রণীত হয়?

**উত্তর** : বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়।

প্রশু 🏿 ৬ 🖺 লেখার ভিত্তিতে সর্থবিধান কয় প্রকার?

**উত্তর :** লেখার ভিত্তিতে সংবিধান ২ প্রকার।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কোন সংবিধান সংবিশত হয়?

**উত্তর :** উত্তম সংবিধান সংৰিপ্ত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ সমাজ সর্বদা কীসের দিকে ধাবিত হয়?

**উত্তর :** সমাজ সর্বদা প্রগতির দিকে ধাবিত হয়।

প্রশ্ন 🛮 ৯ 🗓 লিখিত সংবিধান কেমন সরকারের জন্য উপযোগী ?

**উত্তর** : লিখিত সংবিধান যুক্তরাম্ট্রীয় সরকারের জন্য উপযোগী।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান কত প্রকার?

**উত্তর :** সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান ২ প্রকার।

প্রশ্ন 11 ১১ 11 কোন সংবিধানের নিয়ম সহজে পরিবর্তন করা যায়?

**উত্তর :** সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের নিয়ম সহজে পরিবর্তন করা যায়।

প্রশ্ন 🛚 ১২ 🗈 উত্তম সর্থবিধানের ভাষা কেমন হয়?

**উত্তর :** উত্তম সংবিধানের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ বাংলাদেশ সর্থবিধানের কোন সংশোধনীতে উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়?

উত্তর : বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়।

প্রশ্ন 🏿 ১৪ 🖺 বাংলাদেশের সর্থবিধান এ পর্যন্ত কতবার সংশোধন করা হয়েছে ?

**উত্তর :** বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধন করা

প্রশ্ন 🛮 ১৫ 🗓 বর্তমানে জাতীয় সংসদ কত জন সদস্য নিয়ে গঠিত?

**উত্তর :** বর্তমানে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?

**উত্তর :** বাংলাদেশের আইনসভার নাম হচ্ছে জাতীয় সংসদ।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি তফসিল রয়েছে?

**উত্তর** : বাংলাদেশের সংবিধানে ৪টি তফসিল রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ বাংলাদেশের সংবিধান কীভাবে প্রণীত হয়েছে?

**উত্তর :** বাংলাদেশের সর্থবিধান আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে।

প্রশ্ন 🛮 ১৯ 🗈 বাংলাদেশের সংবিধান কোনটি কর্তৃক গৃহীত হয়?

**উত্তর :** বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ চীনের সর্থবিধান কীভাবে প্রণীত হয়েছে?

**উত্তর** : চীনের সংবিধান বিপরবের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ কোন সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম লিপিবন্ধ থাকে না?

উত্তর : অলিখিত সর্থবিধানের অধিকাংশ নিয়ম লিপিবন্ধ থাকে না।

প্রশ্ন 🛮 ২২ 🗓 কোন সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না ?

**উত্তর :** দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

প্রশ্ন 🏿 ২৩ 🖫 কত বছর বয়সে বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোটাধিকার পায় ?

**উত্তর : ১৮** বছর বয়সে বাংলাদ**শে**র নাগরিকরা ভোটাধিকার পায়।

প্রশ্ন 🛮 ২৪ 🗓 সর্থবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ কী ধরনের রাফ্ট্র?

**উত্তর :** সর্থবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রজাতান্ত্রিক রাস্ট্র।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে?

**উত্তর :** বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ বাংলাদেশের সর্থবিধান কয় ভাগে বিভক্ত?

**উত্তর** : বাংলাদেশের সংবিধান ১১ ভাগে বিভক্ত।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ বাংলাদেশের সর্থবিধানের মূলনীতি কয়টি?

**উত্তর :** বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি ৪টি।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ বাংলাদেশের সর্থবিধান কীরূ প?

**উত্তর :** বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।

প্রশ্ন 🏿 ২৯ 🖫 বাংলাদেশ রাস্ট্রের মালিক কারা?

**উত্তর :** বাংলাদেশ রাস্ট্রের মালিক জনগণ।

প্ৰশ্ন ॥ ৩০ ॥ বাংলাদেশের আইনসভা কয় কৰবিশিঊ?

**উত্তর :** বাংলাদেশের আইনসভা এক কৰবিশিষ্ট।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ জাতীয় সংসদের মেয়াদ কত?

**উত্তর :** জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ সর্থবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী আনা হয় কত সালে?

**উত্তর :** সর্থবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী আনা হয় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর

# অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্না ১ ৷ সংবিধান কী?

**উত্তর :** সংবিধান হলো রাস্ট্রের দর্পণ। রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মাবলির সমস্টিকে সর্থবিধান বলে। এ্যারিস্টটলের ভাষায় "সর্থবিধান হচ্ছে রাস্ট্রের এমন এক জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে।" সংবিধানকে রাস্ট্রের পরিচালনার মৌলিক দলিল বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ও সংবিশ্তভাবে বর্ণনা কর।

**উত্তর :** যেদেশের সংবিধান যত উন্নত, সেদেশও সে জাতি তত উন্নত। উত্তম সংবিধান লিখিত ও সুস্পফট। এ সংবিধান সংৰিশ্ত এবং সংশোধনের দিক থেকে মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে, যাতে জাতীয় প্রয়োজনে সংশোধন করা যায়। এ সংবিধান মৌলিক অধিকারের সংযোজন। এখানে জনগণের কাঞ্চিক্ষত দলিল হিসেবে জনগণের আশা– আকাঞ্চ্মার প্রতিফলন ঘটে। উত্তম সংবিধান জনগণের চাহিদা, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া উত্তম সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উলেরখিত থাকে।

#### প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির ইতিহাস লেখ।

**উত্তর :** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সংবিধান তৈরির জন্য ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে গণপরিষদে উত্থাপন করে। গণপরিষদে ১৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত পৰে–বিপৰে মতামত দেওয়ার পর পরিমার্জিত হয়ে ৪ নভেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়।

## প্রশ্ন 🛚 ८ 🗓 বাংলাদেশের সর্থবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশের সর্থবিধানের ঘাদশ সংশোধনী গৃহীত হয় ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। এ দিক বিবেচনায় অলিখিত সংবিধান প্রবর্তিত হয়। এছাডাও এ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় যে উপরাষ্ট্রপতির পদ রাখা হয়েছিল, তা বিলুপ্ত করা হয়।

#### প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্থবিধানের গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর :** প্রত্যেকটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মকানুন থাকে। সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, শাসকের ৰমতা, নাগরিক ও শাসকের ৰমতা এবং নাগরিক ও শাসকের সম্পর্ক কিরু প হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবন্ধ থাকে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের কোনটার কী ৰমতা হবে, জনগণ রাফ্র প্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে, তাদের কী কী কর্তব্য পালন করতে হবে এসব বিষয় সংবিধানে উলেরখ থাকে। তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানের গরবত্ব অপরিসীম।

#### প্রশু ॥ ৬ ॥ বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র কেন?

উত্তর : বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো কোনো অজ্ঞারাজ্য বা প্রদেশ নেই। জাতীয় পর্যায়ে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। আর তাই বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাফ্ট।

### প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বাংলাদেশের আইনসভার গঠন ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর :** বাংলাদেশের আইনসভা এককৰবিশিষ্ট। এটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। আর এ সংস্থার নাম জাতীয় সংসদ। বর্তমানে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। তাছাড়া সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।

#### প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বাংলাদেশের সর্থবিধানের কাঠামো ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর** : বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এ দলিলে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এটি ১১টি ভাগে বিভক্ত। তাছাড়া বাংলাদেশ সংবিধানে একটি প্রস্তাবনাসহ ৪টি তফসিল রয়েছে।

#### প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ অলিখিত সংবিধানের ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় অলিখিত থাকে তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। এ ধরনের সংবিধান প্রথা, সামাজিক রীতিনীতি চিরাচরিত নিয়ম ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যেমন : ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত সংবিধান।

#### প্রশ্ন 🛮 ১০ 🗈 "ব্রিটিশ সর্থবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে"– কেন বলা হয়?

**উত্তর :** সংবিধান গড়ে ওঠার অন্যতম পদ্ধতি হলো ক্রমবিবর্তন। ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়নি; বরং ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আর তাই বলা হয়, ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি করা হয়নি, গড়ে উঠেছে।

### প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ বিপরবের মাধ্যমে সংবিধান তৈরির পন্ধতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: শাসক যখন জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণবিরোধী কাজ করে তখন তাকে স্বৈরাচারী শাসক বলা হয় আর শাসক যখন স্বৈরাচারী হয় তখন সেখানে বিপরব দেখা দেয়। ফলে নতুন শাসকগোষ্ঠী শাসনৰমতা গ্রহণ করে এবং নতুন সংবিধান তৈরি করে। কিউবা, রাশিয়া ও চীনের সংবিধান এ পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে।

#### প্রশু ॥ ১২ ॥ অলিখিত সংবিধান প্রগতির সহায়ক কেন?

উত্তর : উনুয়নশীল প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে অলিখিত সর্থবিধান পরিবর্তন করা যায় বলে এ সংবিধান প্রগতির সহায়ক। সমাজ সর্বদা প্রগতির দিকে ধাবিত হয়। আর অলিখিত সংবিধান সমাজের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ এটি সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির

প্রগতির সহায়ক। তবে অধিক পরিবর্তনশীলতা আবার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা ও সৃষ্টি করতে পারে।

# প্রশ্ন 🏿 ১৩ 🖚 উত্তম সংবিধান সামাজিক ও রাফ্টীয় পরিবর্তনের সঞ্চো তাল মিলিয়ে চলতে সৰম– ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর :** উত্তম সংবিধান সুষম প্রকৃতির হয়। এর অর্থ উত্তম সংবিধান সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মাঝামাঝি অবস্থান করে। অর্থাৎ এটি খুব সুপরিবর্তনীয় কিংবা খুব বেশি দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। এর ফলে উত্তম সংবিধান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঞ্চো তাল মিলিয়ে চলতে সৰম।

# প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে–ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর** : সংবিধান হলো রাস্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব তা সংবিধানে উলেরখ থাকায় এগুলোর গুরবত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন : জীবনধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি।

### প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ সংবিধান বলতে কী বোঝ?

উত্তর : সংবিধান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম কানুনের সমষ্টিকে বোঝায়। সংবিধান হলো রাস্ট্রের চালিকাশক্তি। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সংবিধানকে বলা হয় রাস্ট্রের দর্পণ বা আয়না। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসকের মত এবং নাগরিক ও শাসকের সম্পর্ক কীরূ প হবে; শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের গঠন ও ৰমতা সুস্পষ্টভাবে যে দলিলে লেখা থাকে তাকে সর্থবিধান বলে।

## প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ উত্তম সংবিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর :** যে রাম্ট্রের সংবিধান যত উন্নত, সে রাম্ট্রের শাসনব্যবস্থা ততটা উত্তমভাবে পরিচালিত হয়। উত্তম সংবিধানে অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে। এ ধরনের সংবিধান সুস্পষ্ট ও সংৰিপ্ত। এ সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার লিখিত থাকে। যেহেতু উত্তম সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে সেহেতু এটি জনমতের ভিত্তিতে প্রণীত হয়।

## প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ লিখিত সংবিধান সংশোধন করতে জনগণ বিপরব করতে বাধ্য হয় কেন ? ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর :** লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সংবিধানে সাধারণত সংশোধন পদ্ধতি উলেরখ থাকে বিধায় খুব সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। কিন্তু সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। লিখিত সংবিধান পরিবর্তিত সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এজন্য এটি কখনো কখনো প্রগতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া অনেক সময় সংবিধান সংশোধনের জন্য জনগণ বিপরব করতে বাধ্য হয়।

#### প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ অনুমোদনের মাধ্যমে কীভাবে সর্থবিধান প্রণীত হয় ? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জনগণকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অতীতে প্রায় রাস্ট্রেই স্বেচ্ছাচারী শাসক নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাস্ট্র পরিচালনা করত। এতে জনগণের মধ্যে ৰোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। তাই জনগণকে শান্ত করার জন্য এবং তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একপর্যায়ে শাসক অনুমোদনের মাধ্যমে সর্থবিধান প্রণয়ন করেন।